দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

জনপ্রিয়তার শীর্ষে আইমা

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন বা আইমা কখনও কারও তাঁবেদারি করেনি। করেনি কারও গোলামি। সর্বদা ন্যায়ের পথে থেকে সত্যের পক্ষে প্রচার চালিয়ে গিয়েছে। আজও সেই ধারা সমানভাবে বহমান। সত্যের পক্ষে আওয়াজ তোলা আইমা আজ তাই সংখ্যালঘু সমাজের কাছে আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলে চলেছে। সত্য আর ন্যায়ের পথে থাকলে তার শত্রু বাড়তেই থাকবে পাল্লা দিয়ে। আইমার ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। বরং সময়ের সাথে সাথে আইমার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে স্বার্থান্বেষীরা। *বিস্তারিত ৩-এর পাতায়*

Vol:8 Issue:50 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ১৮ রবিউস সানি ১৪৪৫ হিজরি ৩ নভেম্বর ২০২৩ ১৬ কার্ত্তিক ১৪৩০ শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

খাদ্যমন্ত্রীই যখন খাদক

তোপ সেলিমের

সিঙ্গুরে কারখানা না হওয়ায় টাটাকে খেসারত তৃণমূলকেই দুষলেন আইমা সুপ্রিমো

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেশন কার্ড দুর্নীতির তদন্তে ইডির হাতে রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেফতার হওয়ার পরেই রাস্তায় নামল সিপিএম। এদিন রেশন দুর্নীতির অভিযোগে দোষীদের শাস্তির দাবিতে খাদ্য ভবন অভিযান করে বাম-কংগ্রেস। দুর্নীতি ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানাও করেছে তারা। এদিন সিপিএমের কর্মসূচিতে বক্তব্য রেখেছেন সিপিএমের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, "প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক নিজেই মন্ত্রী, নিজেই খাদক। খাদককে খাদ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল। খাদ্য দফতরের এই দুর্নীতি একা জ্যোতিপ্রিয় করতে পারেন না। রেশন দুর্নীতির টাকা গেছে তৃণমূল নেতাদের পকেটে।" তাঁর আরও অভিযোগ, "৭৫-২৫ এর ভাগের গল্প। পরিকল্পিত ভাবে এই দুর্নীতি হয়েছে।" ভুয়ো রেশন কার্ডও এই দুর্নীতির অঙ্গ বলে অভিযোগ। আইএএস অফিসারেরা এই দুর্নীতিতে না থাকলে এক দশক ধরে এই দুর্নীতি হয় না বলে অভিযোগ মহম্মদ সেলিমের। বাম-কংগ্রেসের এই আন্দোলন নিয়ে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল ও বিজেপি। রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, "রাজস্থানে কংগ্রেস নেতাদের বাড়িতে ইডি যাচ্ছে, তখন ইডি খারাপ। আর তৃণমূলের বাড়িতে যখন যাচ্ছে তখন আপনারা নাচছেন। বিজেপির দালাল কংগ্রেস। বামেদের উচিত ফরওয়ার্ড ব্লক অফিস ঘেরাও করা। বাম জমানায় ওই দফতরে ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী ছিল। তখন সিপিএমের তরফ থেকেই খাদ্য দফতের নানা অভিযোগ আনা হ'ত। কংগ্রেসও আনত।' বেঙ্গালুরু, পাটনা, মুম্বইতে তৃণমূলের সঙ্গে বসে মিটিং করেছিল বাম-কংগ্রেস, সেই প্রসঙ্গ তুলে বিক্ষোভের ঘটনাকে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিঙ্গুরের যে জমি আন্দোলন ভোটের বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসকে ডিভিডেন্ট দিয়েছিল, যে আন্দোলনের হাত ধরে ক্ষমতায় এসেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, এবার সেই সিঙ্গুর নিয়েই বিপাকে পড়ল রাজ্য। আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের রায়ে সিঙ্গুরের জমি মামলা নয়া মোড় নিল। সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানা না হওয়ায় এবার তাদেরকে বড়সড় জরিমানা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন (ডব্লিউবিআইডিসি)-এর মাধ্যমে এই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে টাটা গোষ্ঠীকে।

২০১১ সালে সিঙ্গুর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে পালাবদল ঘটে। ৩৪ বছরের বাম শাসনকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতায় আসে তৃণমূলের সরকার। কিন্তু সেই সিঙ্গুর কাঁটা যে আজও তৃণমূলের গলার 'কাঁটা' হয়ে রয়ে গিয়েছে, ট্রাইব্যুনালের রায়ে সেটা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল। সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানা না হবার খেসারত বাবদ ৭৬৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা তাদের দিতে হবে রাজ্যকেই— এমনটাই নির্দেশ ট্রাইব্যুনালের তিন সদস্যের বেঞ্চের। এর সঙ্গেই ওই বিপুল পরিমাণ অর্থের ওপর ২০১৬ সাল থেকে হিসাব করে আরও ১১ শতাংশ হারে বাৎসরিক সুদও দিতে হবে রাজ্যকে। অর্থাৎ টাকার অঙ্কটা প্রায় হাজার কোটি ছাপিয়ে যাবে। এই বিষয়টিই এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের মাথাব্যথার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে। এদিকে ট্রাইব্যুনালের এই রায় শুনে রাজ্য সরকারকেই দুষেছেন অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভুল নীতিকেই এক্ষেত্রে দায়ী করেছেন তিনি। কেননা ঠিকঠাক আইন মেনে যদি টাটাদের উচ্ছেদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত তৃণমূল সরকার, তাহলে আজ এই বিপুল টাকা খেসারত দিতে হত না রাজ্যকে। অন্যদিকে সিঙ্গুরের পতিত জমিও দ্রুত আবাদের ব্যবস্থা করা যেত, এমনটাই মত আইমা সুপ্রিমোর। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি রাজ্য সরকারের গাজোয়ারি মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন। ⇨ *এর পর দুয়ের পাতায়*

> "আজ তৃণমূল কংগ্রেস চোর, বাটপার, কাটমানিখোরের দলে পরিণত হয়েছে। প্রথম থেকেই এই সরকার ভুল নীতিকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলেছে। এই দলের প্রায় সকলেই রাজনীতিটাকে ব্যবসা মনে করে এখান থেকে কামাতে এসেছে। আজ সেই কারণেই রাজ্যটা দেউলিয়া হতে চলেছে। যার ফল ভুগতে হচ্ছে বাংলার জনগণকে।"
>
> সৈয়দ রুহুল আমিন
> সম্পাদক, আইমা

এক নজরে

শিশুমৃত্যু ৪০০০

● হামাসের সঙ্গে সংঘাতে ইজরায়েলি হামলায় মাত্র তিন সপ্তাহে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা পেরিয়ে গেল ৩০০০! বলা হয়েছে, গত চার বছরে সংঘাতপ্রবণ আর কোনও অঞ্চলে এত মৃত্যু দেখেনি বিশ্ব! গত ৭ অক্টোবর থেকে ইজরায়েলি হামলায় গাজায় তিন সপ্তাহে অন্তত ৩৩২৪ শিশু প্রাণ হারিয়েছে, যা মোট প্রাণহানির ৪০ শতাংশ। এছাড়া ওয়েস্ট ব্যাংকে নিহত হয়েছে আরও ৩৬ জন। তাছাড়া প্যালেস্তাইনে তথা গাজায় এ পর্যন্ত ১০০০ শিশু নিখোঁজের খবর পাওয়া গিয়েছে। *বিস্তারিত ২-এর পাতায়*

আইফোন হ্যাক

● ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের টার্গেট করা হচ্ছে। তাঁদের ফোন হ্যাক করা হচ্ছে। অ্যাপলের তরফে আসা সতর্কবার্তার স্ক্রিনশট পোস্ট করে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন মহুয়া মৈত্র, শশী থারুর, প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, রাঘব চাড্ডা, সীতারাম ইয়েচুরিরা। এ প্রসঙ্গে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন রাহুল গান্ধী। কেন বিরোধী নেতাদের ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে? *বিস্তারিত ৫-এর পাতায়*

চাঁদ থেকে জন্ম

● চাঁদ আর একা নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুঁজে দিলেন চাঁদের এক সঙ্গীকে। চাঁদ থেকেই জন্ম হয়েছিল এক গ্রহাণুর। তা এখন অর্ধেক উপগ্রহ! প্রতি বছর একবার দেখা যায় পৃথিবীর আকাশে। বছরের নির্দিষ্ট সময়েই আবির্ভূত হয় পৃথিবীর ওই অর্ধেক উপগ্রহ। সম্প্রতি এক গবেষণায় কোয়াসি উপগ্রহ বা অর্ধেক এই উপগ্রহ নিয়ে বিশদ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। নাম কামোওয়ালেওয়া। হাওয়াইয়ের ভাষায় যার অর্থ হল দোদুল্যমান খণ্ড। *বিস্তারিত ৭-এর পাতায়*

হামাস যোদ্ধাদের মারতে না পারার হতাশা থেকেই সাধারণ মানুষ খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের আক্রমণের পর থেকেই গাজা উপত্যকায় নির্বিচারে গণহত্যা চালাচ্ছে সন্ত্রাসবাদী ইজরায়েলি সেনারা। তাদের নৃশংসতায় ইতিমধ্যেই গাজা ছেড়ে চলে গিয়েছেন প্রায় ১৪ লক্ষ বেসামরিক নাগরিক। তাতেও রেহাই নেই। হামাস যোদ্ধাদের মারার নামে বেছে বেছে সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে বিশ্ব সন্ত্রাসের জনক আমেরিকার মিত্র সন্ত্রাসবাদী ইজরায়েল। এমনকী ত্রাণশিবির ও হাসপাতালগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে চূড়ান্ত বর্বরতার পরিচয় দিচ্ছে জায়নবাদীরা। তাদের নৃশংসতার হাত থেকে রেহাই পায়নি শিশুরাও। ২৫ দিন ধরে নির্বিচারে হত্যালীলা চালিয়ে ৫ হাজার নিরীহ-নিরস্ত্র ফিলিস্তিনির

বর্বরতা ইজরায়েলের

পাশাপাশি তারা খুন করেছে ৪ হাজার নিষ্পাপ শিশুকেও। তবে এতকিছুর পরেও সার্বিকভাবে সন্ত্রাসবাদী ইজরায়েলেরই বেশি ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। কারণ হিসাবে তিনি জানাচ্ছেন, ভেতর থেকে ইজরায়েলের যে চূড়ান্ত ক্ষতি হচ্ছে সে কথা তেমন বাইরে আসছে না। কেননা ইজরায়েলি মিডিয়া এবং নেটওয়ার্কগুলো তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত। এই মুহূর্তে ইজরায়েলের অর্থনীতি চরম সংকটের মুখে বলেও দাবি করেন আইমার কর্ণধার। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া-সহ পশ্চিমি দেশগুলো ইজরায়েলের পাশে না থাকলে তাদের অবস্থা আরও করুণ হত বলে জানান তিনি। অন্যদিকে হামাস, হুথি এবং হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর ত্রিমুখী আক্রমণে নাজেহাল ইজরায়েলের এখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা— আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের পর্যবেক্ষণ এমনই। তাঁরা আরও জানাচ্ছেন, ইজরায়েলের নেটওয়ার্ক অনেকটা চিনের মতো। তাদের দেশে কী ঘটছে সে খবর বিশেষ বাইরে আসে না। তবে এই অসম যুদ্ধে ইজরায়েল যে সার্বিকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, আইমা সুপ্রিমোর মতো সেই একই কথা বলছেন তাঁরাও। ⇨ *এর পর দুয়ের পাতায়*

ক্রমশ চলছে আক্রমণ। ফিলিস্তিনে স্বজনহারাদের আর্তনাদ।

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ রুহুল আমীন সাহেবের সুপরামর্শ ও দু'আয়
পূর্ব মেদিনীপুরের সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রীদের এবং অন্যান্য চাকুরি প্রার্থীদের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নামমাত্র ব্যয়ে প্রস্তুতি পরিষেবা দিতে আপনার কাছে উপস্থিত

Eduright

এর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞগণ।

Eduright
RIGHT TO EDUCATION FOR EVERYONE

ADMISSION GOING ON

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন ?

স্নাতক কিংবা সমতুল (B-Tech, BE, BBA, BCA, etc.)
পড়াশোনার সাথে সাথে কিংবা যারা পাশ করে গিয়েছেন তারা
WBCS / BANK / SSC / PSC / RAIL...-সমস্ত

চাকরির পরীক্ষায় বসতে চান ?

তাদের জন্যই Eduright পশ্চিমবঙ্গে
সর্বপ্রথম নিয়ে এলো Online ও Offline mode-এ
বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে

WBCS-সহ সকল চাকরির পরীক্ষার (BANK /SSC / PSC / RAIL....) প্রশিক্ষণ।
উন্নতমানের Study Materials,সর্বোচ্চ লেভেলের Faculties এবং সাফল্য নির্ভর Curriclum।

NEET (UG) JEE
BOARD & COUNCIL (Madhyamik & H.S.)
WBCS
Other Competitive Examinations

স্টাডি মেটেরিয়াল ক্লাস টেস্ট সহ
প্রতি রবিবার ধারাবাহিক ক্লাস।
বিস্তারিত জানতে ফোন করুন
86172 01223
98364 10863

Eduright
RIGHT TO EDUCATION FOR EVERYONE
Organised by :
A M Education Foundation
www.eduright.online
Classroom & Online Programme

অফিস : ৩ সত্যেন বসু রোড
হাওড়া - ৭১১১০৯

সংখ্যালঘু ছাত্র সমাজের অনন্য শিক্ষাভূমি

মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রেজিস্টার্ড অফিস : হাল্যান ❑ বাগনান ❑ হাওড়া - ৭১১৩১২

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব ড. সেখ আবদুল মুজিদ

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান,
বোর্ড অফ্ ট্রাস্টীজ

জনাব সেখ নুরুল হক
(অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস)
চেয়ারম্যান, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি

মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়
২০২৪ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে

ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী

ফর্ম দেওয়া শুরু
২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে

ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার
শেষ তারিখ : ৯ নভেম্বর, ২০২৩

বিশেষ ক্ষেত্রে পরীক্ষা দিন ফর্ম ফিলাপ করে পরীক্ষায় বসা যাবে

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল সফল ছাত্রদের ফোনে জানানো হবে
১৭ নভেম্বর ২০২৩, শুক্রবার বেলা ১০ টার পর

ভর্তির পরীক্ষা : ১২ নভেম্বর ২০২৩, রবিবার বেলা ১২টা

ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার কেন্দ্র

❍ মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি ❖ হাল্যান। বাগনান। হাওড়া। ফোন : ৭৫০১১২৭৯৫২
❍ নিউ হলিউড টেলার্স ❖ প্রোঃ - সেখ ইসাহক। উলুবেড়িয়া। হাওড়া। মোঃ - ৭৯৮০২৩৯৮০২
❍ কুসুম স্টোর্স ❖ বাহারগ্রাম। পাঁশকুড়া। পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - ৯৭৭৫৫৮৬৪৮৬

যোগাযোগ

সৈঈদুল ইসলাম
(সহ-সম্পাদক)
মোঃ 9002 013 102

সেখ ইমদাদুল করিম
(সহ-সম্পাদক)
মোঃ 9733 095 821

সেখ সিদ্দিকুর রহমান
(টীচার-ইন-চার্জ)
মোঃ - 9735 742 094

বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য
যোগাযোগ করুন : 7501 127 952 / 9874 774 320

মহঃ ফারুক
সম্পাদক
মওলানা আজাদ একাডেমি
9733 944 615

দ্য ভয়েস অব ওয়ার্ল্ড

ত্রাণের জন্য কাতর গাজা তেষ্টা মেটাচ্ছে দূষিত জল

বিশেষ প্রতিনিধি: এ যেন তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একাধিক ভিডিওতে দেখা গেল, গাজার রাস্তায় সাঁইসাঁই করে ছুটে চলা ইজরায়েলের ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে দেদার পাথর ছুড়ছেন স্থানীয়রা। হামাসের দাবি, সকালে জোরকদমে হামলায় নামলেও তাদেরই পাল্টা মারের মুখে এ দিন দুপুরের পরে গাজার মূল ভূখণ্ড ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে ইজরায়েলি ডিফেন্স

ফোর্স (আইডিএফ)। ইজরায়েলি পিএম বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর প্রশাসন আবার তা মানতে নারাজ। তাদের দাবি, লাগাতার চলছে অ্যাসল্ট। ট্যাঙ্ক সরানো হলেও কমব্যাট হেলিকপ্টার, ড্রোন দিয়ে তারা ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে গাজায়। একাধিক শহরতলি থেকে ধুন্ধুমার সংঘর্ষের খবরও মিলেছে। সব মিলিয়ে গাজা তাই তিমিরেই। জল-জ্বালানির পাশাপাশি খাবার-ওষুধের জন্যও ছটফট করছে গাজা। প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দাবি, এই মুহূর্তে ৫০ হাজারেরও বেশি গর্ভবতী মহিলা এবং প্রায় ৩০ হাজার শিশু বাধ্য হয়ে দূষিত কিংবা সমুদ্রের জলে তেষ্টা মেটাচ্ছে। শিশুদের অধিকার নিয়ে কর্মরত স্বেচ্ছেসেবী সংগঠন 'সেভ দ্য চিল্ড্রেন'-এর দাবি, শিশুমৃত্যুর নিরিখে ২০১৯-এর পরে চলতি বছরই সবথেকে ভয়াবহ। গত তিন বছরে সারা বিশ্বে যেখানে যুদ্ধের জেরে গড়ে মোটামুটি আড়াই হাজার শিশুর মৃত্যু হয়েছে, গাজায় তা ছাপিয়ে গিয়েছে গত তিন সপ্তাহেই। ইতিমধ্যেই সংখ্যাটা কমপক্ষে সাড়ে ৩ হাজার বলে দাবি প্যালেস্তাইনের। এখনই যুদ্ধ বন্ধ না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা করছে একাধিক আন্তর্জাতিক সংগঠন। এর মধ্যে আবার ত্রাণের জন্য হাহাকার। কার্যত অবরুদ্ধ গাজার বাসিন্দারা মোটামুটি ত্রাণের উপরই নির্ভরশীল। যুদ্ধ শুরুর আগে সেখানে দিনে ৫০০ ট্রাক ত্রাণ সরবরাহ করা হ'ত। কিন্তু গাজায় আইডিএফের হামলা শুরুর পর থেকে রবিবার পর্যন্ত মাত্র ৯৪টি ত্রাণের ট্রাক ঢুকেছে বলে খবর। সংখ্যাটা অবিলম্বে বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, ব্রিটেনের পিএম ঋষি সুনক-সহ আরও অনেকেই। গাজাকে বাঁচাতে এদিন যুদ্ধ বন্ধের কাতর আর্জি জানিয়েছেন প্যালেস্তাইনের প্রাইম মিনিস্টার মহম্মদ শাতায়ে। নিদেনপক্ষে গাজায় ত্রাণ সরবরাহের জন্য সেফ করিডর গড়ার দাবিও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, হালে যে ২০টি করে রিলিফ ট্রাক আসা শুরু হয়েছে, তা একেবারেই যথেষ্ট নয়। সূত্রের খবর, সোমবার ফের এলাকা ধরে-ধরে ইন্টারনেট এবং মোবাইল কানেকশন ফিরতে শুরু করেছে গাজায়। কিন্তু যুদ্ধ থামার কোনও ইঙ্গিত নেই তিন সপ্তাহ পার করেও। দফায় দফায় গ্রাউন্ড অ্যাসল্টের পাশাপাশি চলছে এয়ার স্ট্রাইকও। এদিনই নেতানিয়াহু সরকারের এক মুখপাত্র আবার হামাসকে সম্পূর্ণভাবে নিকেশের হুমকি দিয়ে বলেন, আগামী দিনে আরও জোরদার হবে হামলা। ইজরায়েলের এই আগ্রাসী মনোভাবের জেরে পশ্চিম এশিয়ার ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি হচ্ছে। বিশেষত উত্তর গাজা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। স্থলপথে হামলার ঝাঁঝ আরও বাড়লে গাজায় প্রাণহানি আরও বাড়বে মনে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আইডিএফ-কে সবক শেখাতে এদিনই আবার সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল ছুড়েছে লেবাননে সশস্ত্র সংগঠন হেজবোল্লা। হামাসের সঙ্গে এদিন তারা আরও এক দফা মিটিং করেছে বলেও খবর। এরই মধ্যে খবর— গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম হাসপাতাল আল-কুদস এলাকার আশপাশে বিমান হানা হঠাৎই বাড়িয়ে দিয়েছে। সূত্রের খবর, হাসপাতালটিতে ৪০০ সঙ্কটাপন্ন রোগী চিকিৎসাধীন। এর পাশাপাশি আবার ২০ হাজারের মতো ভিটেছাড়া প্যালেস্তিনীয় এই হাসপাতাল চত্বরেই মাথা গুঁজে পড়ে রয়েছেন। সপ্তাহখানেক আগেই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এই হাসপাতাল খালি করতে বলেছিল স্থানীয় রেড ক্রস অফিস। এবার নাকি, আইডিএফ রীতিমতো ফোন করে হাসপাতাল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছেন, সঙ্কটাপন্ন রোগীদের কথা ভাবলে হাসপাতাল খালি করা অসম্ভব।

ভয়াবহ! ৩ সপ্তাহে গাজায় শিশুমৃত্যু প্রায় ৪০০০

ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা আরও ১০০০

বিশেষ প্রতিনিধি: হামাসের সঙ্গে সংঘাতে ইজরায়েলি হামলায় মাত্র তিন সপ্তাহে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা পেরিয়ে গেল ৩০০০! বলা হয়েছে, গত চার বছরে সংঘাতপ্রবণ আর কোনও অঞ্চলে এত মৃত্যু দেখেনি বিশ্ব!জানা গিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে ইজরায়েলি হামলায় গাজায় তিন সপ্তাহে অন্তত ৩৩২৪ শিশু প্রাণ হারিয়েছে, যা মোট প্রাণহানির ৪০ শতাংশ। এছাড়া ওয়েস্ট ব্যাংকে নিহত হয়েছে আরও ৩৬ জন। তাছাড়া প্যালেস্তাইনে তথা গাজায় এ পর্যন্ত ১০০০ শিশু নিখোঁজের খবর পাওয়া গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ইজরায়েলি হামলায় ধ্বংস হওয়া বাড়িগুলির নীচে চাপা পড়ে আছে তারা।

'সেভ দ্য চিলড্রেন' জানিয়েছে, ২০২২ সালে সংঘাতে বিশ্বের ২৪টি দেশে অন্তত ২৯৮৫ শিশু নিহত হয়েছিল, ২০২১ সালে ২২টি দেশে প্রাণ হারিয়েছিল ২৫১৫ জন। তারা দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে— একটি শিশুর মৃত্যুই অনেক ক্ষতি, আর এখন তো শিশুহত্যার মহাকাব্য লেখা হচ্ছে! তারা মনে করে, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুদ্ধবিরতিই একমাত্র পথ।

৭ অক্টোবর ইজরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালিয়েছিল হামাস। পাল্টা জবাবে সেদিন থেকেই গাজায় টানা হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। এই আক্রমণের ফলে গতকাল, রবিবার পর্যন্ত প্যালেস্তাইনে মারা গিয়েছেন ৮০০৫ জন, আহত ২০ হাজারেরও বেশি। এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে পড়ে রয়েছে প্রায় হাজার দেহ! গাজার ওয়েস্ট ব্যাংকেও হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। সেখানেও নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতাধিক! ওদিকে, হামাসের হামলায় ইজরায়েলে এখনও পর্যন্ত নিহত প্রায় ১৫০০ জন। এঁদের মধ্যে ৩৩১ জন সেনা।

করোনার মতো ৮ ভাইরাসের সন্ধান, সর্বনাশ হতে পারে বিশ্বের

বিশেষ প্রতিনিধি: আগের কখনও এমন দেখা যায়নি, এ বার তেমনই মারণ ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেল চিনে। ঠিক যেখান থেকে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীতে, সেই দেশের হাইনান প্রদেশে এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ভবিষ্যতের প্যানডেমিক কেমন হতে পারে, তাই নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন চিনের একদল বিজ্ঞানী। তাঁরা পশুর শরীরে এমন আটটি আলাদা ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছেন। বলা হয়েছে, একবার এটি পশুর শরীর থেকে মানুষের শরীরে যাওয়ার রাস্তা পেলে, তা ছড়িয়ে পড়বে দ্রুত। নোভেল ভাইরাস গোত্রের, অর্থাৎ করোনা যে গোত্রের ভাইরাস, সেই গোত্রেই এই ভাইরাসটি ভবিষ্যতর অতিমারীর কারণ হতে পারে। প্রায় ৭০০টি আলাদা-আলাদা স্যাম্পেল সংগ্রহ করে তার মধ্যে এই আটটি ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এগুলি সবই কোভিড ভাইরাস পরিবারের অংশ।

ভায়োরলজিক্যাল সিনিকা নামে একটি পত্রিকায় এই বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়েছে। মোট ৬৮২টি প্রাণীর থেকে লালা সংগ্রহ করা হয়েছিল এই বিষয়ে পরীক্ষা করার তাগিদে। ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। দক্ষিণ চিনের হাইনান থেকেই এগুলি সংগ্রহ করা হয়। সেই নমুনাতেই দেখতে পাওয়া যায়, এই নভেল করোনা ভাইরাস পরিবারের আরও আটটি প্রকৃতির ভাইরাস এই পশুর শরীরে রয়েছে। তার মধ্যে একটি রয়েছে সিওভি-এইচএমইউ-১। এগুলির মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে, যেগুলি ভবিষ্যতে মানব জাতির জন্য সর্বনাশা হতে উঠতে পারে।

টিপুর তরবারির খদ্দের মেলা ভার! অভিশপ্ত বলেই দাম উঠল না নিলামে

বিশেষ প্রতিনিধি: কেউ কিনতে চাইছেন না টিপু সুলতানের তরবারি। নিলামে দাম উঠল না এই ঐতিহাসিক হাতিয়ারের। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে গভর্নর-জেনারেল চার্লস কর্নওয়ালিশ উপহার হিসেবে মহীশূর শাসকের সাধের তরবারিটি পেয়েছিলেন। বর্তমানে কর্নওয়ালিশ পরিবারের কাছেই রয়েছে টিপুর অস্ত্র।

চলতি সপ্তাহে তরবারিটিকে জনপ্রিয় ক্রিস্টির নিলামে তোলা হয়। সেখান ঐতিহাসিক হাতিয়ারটির দাম ১.৮২ মিলিয়ান থেকে ২.৪৩ মিলিয়ান মার্কিন ডলার পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছিল। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১৫.১৮ থেকে ২০.২৬ কোটি টাকা। মধ্য প্রাচ্যের কোনও সংগ্রহশালা সেটিকে বিপুল অর্থ দিয়ে কিনে নেমে বলে আশা করেছিল নিলাম সংস্থা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৩ মে বনহ্যামসে টিপুর তরবারিটির দাম চড়চড়িয়ে উঠেছিল। তখনই জানা যায়, মহীশূরের শাসকের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল এই হাতিয়ার। জনসমক্ষে তো বটেই, শ্রীরঙ্গপত্তনমের রাজপ্রাসাদের বেডরুমেও তরবারিটি সঙ্গে নিয়েই ঘুমতে যেতেন তিনি। বনহ্যামসের নিলামে এর দাম উঠেছিল ১৪ মিলিয়ান পাউন্ড। ভারতীয় টাকায় যা ১৪১.৪৩ কোটির সামান্য বেশি। ভারতে কোম্পানির ইতিহাস অনুযায়ী, টিপুর এহেন বেডচেম্বার তরবারিটি প্রথমে হস্তগত করেন মেজর জেনারেল বেয়ার্ড। মহীশূরের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধে রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনম ঘিরে ফেলায় বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর যুদ্ধনীতিতেই শেষপর্যন্ত হার মানতে হয় টিপুকে।

ঐতিহাসিকদের দাবি, ব্যক্তিগত অস্ত্রাগারে মহীশূরের শাসকের মোট দু'টি তরবারি ছিল। এটি তার মধ্যে একটি। ১৭৯৯-তে টিপুর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের তরফে ব্রিটিশ অফিসারদের হাতে হাতিয়ারিটি তুলে দেওয়া হয়। যা সঙ্গে সঙ্গেই ভেট হিসেবে চলে যায় চার্লস ফার্স্ট মার্কেস অ্যান্ড সেকেন্ড আর্ল অফ কর্নওয়ালিসের কাছে। তরবারিটি সঙ্গে নিয়েই ইংল্যান্ড ফিরে যান তিনি।

প্রসঙ্গত, তৃতীয় ইঙ্গো-মহীশূর যুদ্ধের সময় কোম্পানির তরফে কর্নওয়ালিশকে সেনার কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ১৮০৫-এ মৃত্যু হয় তাঁর। ফলে টিপুর তরবারির মালিক হন তাঁর বংশধররা। ইংল্যান্ডের পোর্ট এলিয়ট এলাকায় রাজকীয় বাড়িতে থাকতেন কর্নওয়ালিশ। পরবর্তীকালে তাঁর পরিবারে নেমে আসে আর্থিক সংকট। ফলে ঐতিহাসিক নিদর্শন টিপুর তরবারি নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নেন কর্নওয়ালিশের উত্তরসূরিরা। নিলামে টিপুর প্রথম তরবারিটির দাম সেভাবে না উঠলেও দ্বিতীয়টি বিক্রি হয়েছে বিপুল টাকায়। রত্নখচিত সেই হাতিয়ারটির দাম ওঠে এক লাখ ৮০০ পাউন্ড। মার্কিন ডলারের নিরিখে যা এক লাখ ২২ হাজার ২৫০ টাকা। আর ভারতীয় মুদ্রায় হিসেবেটা দাঁড়াবে এক কোটি এক লাখ ৯৭ হাজার ৩১৮ টাকা।

বিবিধ

হতাশা থেকেই সাধারণ মানুষ খুন

প্রথম পাতার পর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া জায়নবাদী দেশটি যে এক-পা এগোতে পারবে না সে বিষয়েও নিশ্চিত তাঁরা। তাছাড়া ৮০ ভাগ ইজরায়েলিই এই যুদ্ধ চান না। ফলে ইজরায়েলের অভ্যন্তরেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, যা তাদের সন্ত্রাসবাদী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হামাসকে 'শিক্ষা' দিতে গিয়ে বার বার প্রতিরোধের মুখে পড়তে হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী ইজরায়েলী সেনাকে। সে কথা তাদের সেনাবাহিনীর কারও কারও মুখ ফসকে বেরিয়েও আসছে। যদিও সেনাদের মনোবল অটুট রাখতে সরকারিভাবে সেটা স্বীকার করা হচ্ছে না করলেও যেভাবে নাস্তানাবুদ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী নেতানিয়াহুর সেনাবাহিনী তার উল্লেখ না করলেও চলে।

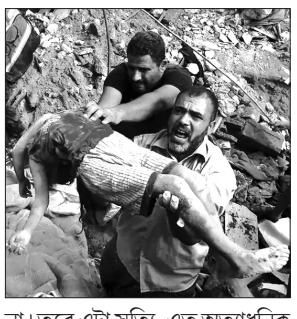

সূত্রের খবর, হামাসের স্থলসেনা বাহিনী 'আল কাশেম' ব্রিগেডের বিরুদ্ধে নিষ্ফল আক্রমণ চালাচ্ছে সন্ত্রাসবাদী ইজরায়েলী সেনারা। কারণ, এখনও পর্যন্ত হামাসের কোনও বড় নেতাকেই মারতে পারেনি তারা। আর সেই হতাশা থেকেই ত্রাণশিবির, হাসপাতাল এবং সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করছে ইজরায়েলী খুনিরা। তবে খুনিদের এর ফল ভুগতে হবে বলে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। পাশাপাশি তাদের দোসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রসংঘ-সহ একাধিক দেশ যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়েছে সন্ত্রাসবাদী এই দেশটির কাছে।

মিলল 'সাদা' হাইড্রোজেনের বিপুল ভাণ্ডার! শেষপর্যন্ত বেঁচে যাবে বিপন্ন পৃথিবী

বিশেষ প্রতিনিধি: প্রাকৃতিক হাইড্রোজেন বা ভূতাত্ত্বিক হাইড্রোজেন নিয়মিত হাইড্রোজেনের চেয়ে বহুগুণ কার্যকরী। এর ফলে প্রকৃতিতে দূষণ ছড়ায় না। জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের জেরে প্রকৃতি-পরিবেশের যে ক্ষতি হয়, তা এই হাইড্রোজেন থেকে হয় না। এই হাইড্রোজেনেরই অজানা এক ভাণ্ডারের খোঁজ মিলল ফ্রান্সে। পৃথিবীতে এর থেকে বড় সাদা হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার আগে আবিষ্কৃত হয়নি বলে দাবি বিজ্ঞানীদের। তাঁরা বলেন, জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে এ আবিষ্কার যুগান্তকারী হতে পারে।

জীবাশ্ম জ্বালানির খোঁজে ফ্রান্সের উত্তর, পূর্বাঞ্চলের খনি এলাকায় খনন চালাচ্ছিলেন দুই বিজ্ঞানী। তাঁরা সেখানে এমন এক জ্বালানির খোঁজ পেলেন, যা তাঁদের কাছে ছিল প্রায় অপ্রত্যাশিত। বলা হচ্ছে, এই আবিষ্কার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবিলার কর্মপ্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

ওই দুই বিজ্ঞানী হলেন জ্যাক পিরনোঁ ও ফিলিপ দে দোনাতো। দু'জনই ফ্রান্সের ন্যাশনাল সেন্টার অব সায়েন্টেফিক রিসার্চের গবেষণায় যুক্ত। লরেইন খনি-অঞ্চলে মিথেন গ্যাসের ভাণ্ডার কেমন তা দেখতে গবেষণা করছিলেন তাঁরা। গবেষণার একপর্যায়ে এসে তাঁরা সাদা হাইড্রোজেনের বিপুল মজুত শনাক্ত করেন!

জ্যাক পিরনোঁ জানান, কয়েকশো মিটার খনন করার পর অল্প কিছু হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। খনিতে অল্প হাইড্রোজেন পাওয়ার ঘটনা স্বাভাবিক। তবে খনন যত এগোয়, মজুত হাইড্রোজেনের পরিমাণ তত বাড়তে থাকে। ১১০০ মিটার গভীরে ১৪ শতাংশ এবং ১২৫০ মিটার গভীরে ২০ শতাংশ সাদা হাইড্রোজেনের মজুত মেলে যা দেখে তাঁরা অবাক! পিরনোঁ জানান, খনিটিতে যে বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার রয়েছে, এ তারই ইঙ্গিত। মজুতের পরিমাণ হিসেব কষে দেখেন তাঁরা। তাঁদের মতে, সেখানে আনুমানিক ৬০ লাখ থেকে ২৫ কোটি মেট্রিক টন পর্যন্ত হাইড্রোজেন মজুত থাকতে পারে!

সাদা হাইড্রোজেন 'প্রাকৃতিক', 'সোনালি' ও 'ভূতাত্ত্বিক' হাইড্রোজেন হিসেবে পরিচিত। সাদা বা প্রাকৃতিক হাইড্রোজেন কারখানায় উৎপাদিত হাইড্রোজেনের তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব। প্রচুর জ্বালানি প্রয়োজন হয়, এমন শিল্পে এর ব্যবহার পরিবেশের দূষণ কমাবে। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের পর বর্জ্য হিসেবে শুধু জল নির্গত হওয়ায় একে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বলা হয়। ঠিক এইজন্যই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবিলায় সাদা হাইড্রোজেন বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অবিশ্বাস্য! ১০২ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন আফ্রিকার মুসা, নাতিপুতির সংখ্যা ৫৭৮

বিশেষ প্রতিনিধি: সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই 'বিশ্ব'! কী বিচিত্র এই বিশ্বের মানুষজন! এই যেমন আফ্রিকার উগান্ডার লুসাকার বাসিন্দা মুসা হাসহ্যা কাসেরা। বছর ৬৮-র মুসার ১২ জন বৌ, ১০২ জন সন্তান, ৫৭৮ জন নাতিপুতি। এক্কেবারেই সত্যি ঘটনা! কোনও গল্পকথা নয়! মুসা বলেন, তিনি একমাত্র তাঁর প্রথম ও শেষ সন্তানের নাম মনে রাখতে পারেন। বাকিদের নাম আজ আর মনে থাকে না!

তবে ১০২ জন সন্তানের বাবা, উগান্ডার বাসিন্দা মুসা তাঁর এহেন 'কীর্তি'-তে মোটেও গর্বিত নন! বরং বলেন, এত সন্তান প্রসব করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। কারণ তিনি এত সন্তানের দেখভাল করতে পারেন না। সন্তানদের নাম-ও মনে নেই তাঁর। তাই বর্তমানে ক্ষান্ত হয়েছেন তিনি। মুসা জানিয়েছেন, তিনি গর্ভনিরোধক ব্যবহারের পক্ষপাতী নন, জীবনে কোনও দিন গর্ভনিরোধক ব্যবহারও করেননি। তাঁর স্ত্রীরা এখন গর্ভনিরোধক বড়ি খান। এত সন্তানের জন্মের পর ক্লান্ত মুসা। আর সন্তান জন্ম দেওয়ার ইচ্ছে নেই। তাঁর ভাষায়, আমার শরীর

ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। মাত্র ২ বিঘা জমি আমার, অথচ সংসারে এতজন সদস্য। আমার দুই স্ত্রী আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছে, কারণ আমি তাদের ন্যূনতম চাহিদাটুকুও পূরণ করতে পারিনি। যেমন খাবার, শিক্ষা, পোশাক। আমার স্ত্রীরা এখন গর্ভনিরোধক বড়ি খায়। আমি আর সন্তানের জন্ম দেব না। আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। মুসা কোনও আইনভঙ্গ করেননি। উগান্ডায় একাধিক বিয়ে আইনসম্মত। ১৯৭২ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করেন মুসা। একবছর বাদে তাঁর প্রথম সন্তান সান্ড্রার জন্ম হয়। সেই সময় পরিবার বলেছিল একাধিক বিয়ে করতে, অনেক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে, যাতে পরিবার বৃদ্ধি পায়। মুসা মানেন, সেটিই ছিল তাঁর বোকামি। পরিবারের লোকজনদের ঠিকমতো খাবারের জোগান দিতে পারছেন না। ছেলেমেয়ের জামাকাপড়, পড়াশোনার খরচও চালাতে পারছেন না। কাজেই আর সন্তান চান না ১০২ সন্তানের জনক মুসা হাসহ্যা কাসেরা।

সিঙ্গুরে কারখানা না হওয়ায় টাটাকে খেসারত

প্রথম পাতার পর

ভাইজান উল্লেখ করেন, ''আজ তৃণমূল কংগ্রেস চোর, বাটপার, কাটমানিখোরের দলে পরিণত হয়েছে। প্রথম থেকেই এই সরকার ভুল নীতিকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলেছে। এই দলের প্রায় সকলেই রাজনীতিটাকে ব্যবসা মনে করে এখান থেকে কামাতে এসেছে। আজ সেই কারণেই রাজ্যটা দেউলিয়া হতে চলেছে। যার ফল ভুগতে হচ্ছে বাংলার জনগণকে।''

আইমা সুপ্রিমোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে রাজ্য সরকারকে একহাত নিয়েছেন সিপিএমের আইনজীবী নেতা তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও। তাঁর মতে, তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল যে রায় দিয়েছে তাতে লজ্জা হওয়া উচিত এদের। রাজ্য থেকে শিল্প তাড়িয়ে বাংলার তরুণদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারের মুখে ঠেলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনও নৈতিক অধিকারই নেই। তিনি আরও বলেন, ক্ষুব্ধবাংলাকে দেউলিয়া করে দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার ফল এগুলি। তখন আমরা বার বার বলা সত্ত্বেও কেউ কান দেননি, এখন বিভিন্ন বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সামনে আসছে।

অন্যদিকে ট্রাইবুনালের রায় নিয়ে 'দেনায় আকণ্ঠ ডুবে থাকা' সরকাকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাজ্য বিজেপিও। তাদের দাবি, ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ টাকা তৃণমূল পার্টির ফান্ড থেকেই দিতে হবে। জনগণের ওপরে এই টাকার বোঝা চাপলে বিরাট আন্দোলনে নামবে তারা। তবে ঘটনা যাই-ই হোক, আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের রায়ে যে রাজ্য সরকার বড় ধাক্কা খেল সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতেই পারে। এখন দেখার, রাজ্য সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে নতুন করে আবার আদালতে যায় কি না।

ফলক-বিতর্কে রাজ্যপালের নিশানায় উপাচার্য

বিশেষ প্রতিনিধি: রবীন্দ্রনাথ আবেগ, অনুভূতি। শান্তিনিকেতনে ফলক-বিতর্কে এবার বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে নিশানা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বললেন, 'ভারতের সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। কোনওভাবেই গুরুদেবের স্মৃতিকে অবহেলা করা যায় না। এটা বরদাস্ত করা হবে না'। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তালিকায় এবার কবিগুরুর শান্তিনিকেতন। পুজোর ছুটির আগে ওয়ার্ল্ড 'হেরিটেজ' লেখা তিনটি ফলক বসানো হয় শান্তিনিকেতনে। কিন্তু সেই ফলকে নেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম! বদলে রয়েছে আচার্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ও উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নাম। কেন? ক্ষোভে পড়েছেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী, আশ্রমিক ও রবীন্দ্র অনুরাগীরা। অভিযোগ জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও রাজ্যপালকে।

পদাধিকার বলে বিশ্বভারতীর রেক্টর রাজ্যপাল। ফলক-বিতর্কে উপাচার্যকে কাছে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন সিভি আনন্দ বোস। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ বক্তব্য ছিল, 'ফলক অস্থায়ী'।

এদিন রাজ্যপাল বলেন, 'কিছু কিছু মূল্যবোধের সঙ্গে আপস করা যায় না। চিরন্তন সত্য, চিরন্তন অনুভূতি বদলানো যায় না। ভারতের সকলের কাছে, যারা জনগণমণ গায়, গুরুদেব, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা আবেগ, অনুভূতি। ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। কোনওভাবেই গুরুদেবের স্মৃতিকে অবহেলা করা যায় না। এটা বরদাস্ত করা হবে না'।

এদিকে ফলক-বিতর্কে আসরে নেমেছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে শান্তনিকেতনের রবিগুরু মার্কেটে ধরনায় বসেছেন শাসকদলের নেতারা। সেই ধরনা মঞ্চ থেকে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে পাল্টা পুলিসের দ্বারস্থ হয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।

নাম পরিবর্তন

আমি রাজু দাস, পিতা আদিত্য দাস, গ্রাম - দীনবন্ধুপুর, পোস্ট - রামপুর, থানা - নন্দীগ্রাম, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন -৭২১৬৩১। গত ইংরাজি ১৭/১০/২০২৩ তারিখ, নোটারি পাবলিক এর ১২৫৬১ হলফনামা মূলে নাম পরিবর্তন করিয়া আমি রাজু দাস থেকে সেক আবদুল্লাহ নামে সর্বত্র পরিচিতি হলাম।

ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে আইমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন বা আইমা কখনও কারও তাঁবেদারি করেনি। করেনি কারও গোলামি। সর্বদা ন্যায়ের পথে থেকে সত্যের পক্ষে প্রচার চালিয়ে গিয়েছে। আজও সেই ধারা সমানভাবে বহমান। সত্যের পক্ষে আওয়াজ তোলা আইমা আজ তাই সংখ্যালঘু সমাজের কাছে আশার প্রদীপ হয়ে জ্বলে চলেছে। সত্য আর ন্যায়ের পথে থাকলে তার শত্রু বাড়তেই থাকবে পাল্লা দিয়ে। আইমার ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। বরং সময়ের সাথে সাথে আইমার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে স্বার্থান্বেষীরা। আইমাকে ভয় পেয়ে তারা এই সংগঠনের বিরুদ্ধে কুৎসায় মেতে উঠেছে। কিন্তু তাতে যে আইমার জনপ্রিয়তায় একটুও ভাটা পড়েনি তা বোঝা যায় আইমার প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা দেখলে।

একটুখানি তলিয়ে ভাবলেই বোঝা যাবে অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সৈনিকরা প্রতিবাদী সত্তা অর্জন করেছেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় ভাইজান, যুব সমাজের আইকন তথা আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের কাছ থেকে। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এবং সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান যেন সমার্থক। তাই তো তিনি বুক ফুলিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন দিনের পর দিন।

এমনকী দুর্নীতি, স্বজনপোষণ-সহ নানাবিধ অপরাধ করলে সরকারকেও ছেড়ে কথা বলেন না তিনি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনা দেখে আইমার কর্ণধার যেমন চুপ থাকেন না, তেমনই বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও চাপা থাকে না তাঁর উদ্বেগের কথা। তাঁর মন্তব্যকে ধার করেই সেই উদ্বেগের কথা তুলে ধরে বলতে হয়— বর্তমানে আমরা একটি কঠিন সময় অতিবাহিত করছি। সারা ভারতবর্ষ আজ ধর্মের রাজনীতির করতলগত। এখানে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই। এখানে শক্তি ও অর্থই সব। অর্থই এখানে সম্মানিত হওয়ার একমাত্র মানদণ্ড। মানুষের মধ্যেকার মনুষ্যত্ব আজ ধ্বংসপ্রায়। তাহলে এই যুগসন্ধিক্ষণে এসে আমাদের করণীয় কী? আমাদের একমাত্র করণীয় হচ্ছে এই ধর্মীয় রাজনীতিকে ভেঙে একটি নতুন সভ্যতার নির্মাণ করা।

একটি পুরাতন জরাজীর্ণ অট্টালিকাকে ভেঙে যেমন সেই জায়গায় নতুন একটি অট্টালিকা নির্মাণ চাট্টিখানি কথা নয়। তেমন সবকিছু ভেঙে ফেললেই যে রাতারাতি সব ঠিক হয়ে যাবে এমন কোনও কথা নেই। তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চারে আওয়াজ তুলতে হয়। আমাদের এক হয়ে এই আওয়াজ তোলাটা অত্যন্ত জরুরি। এই ভারতে কে কী পরিধান করবে, কে কী খাবে সেটা কোনও একটা বিশেষ রাজনৈতিক দল ঠিক করে দেবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাই এই মুহূর্তে সমস্ত ফিরকা ভুলে সবাইকে এক ছাতার নীচে এসে দাঁড়াতে হবে। তবেই ভয় পাবে অত্যাচারী শাসক।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন তার জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিবাদী সত্তার সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। ফলে এই সংগঠনকে যে ধমকে চমকে চুপ করানো যাবে না, সেটা জানে রাজনৈতিক দলগুলোও। তাই কোনও কোনও রাজনৈতিক দল আইমার জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এঁটে উঠতে না পেরে এই সংগঠনের বিরুদ্ধে কৌশলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এটা করে তারা একদিকে বিকৃত আনন্দ লাভ করে, উল্টোদিকে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরে। প্রচণ্ড ভয় না পেলে এমনটা যে কেউ করতে পারে না সেকথা বলাই বাহুল্য। অতএব আইমা আছে আইমার পথে। আইমা আছে মানুষের পাশে, আইমা আছে মানুষের সাথে। নিন্দুকদের হাজার রটনা আর কুৎসার মুখে ছাই ফেলে আইমা এগিয়ে যাবে, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জেলার নতুন মুখপাত্র আব্দুল সেলিমকে সংবর্ধনা শালুকখালি যুব আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেখ আব্দুল সেলিম। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী এবং যুবনেতা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া অঞ্চল ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর নেতৃত্বে অসংখ্য কাজ করেছে আইমা। সম্প্রতি আইমার বিশিষ্ট এই যুবনেতাকে সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুখপাত্র হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। সেই মর্মে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার সভাপতি বিষ্ণুপদ পণ্ডার স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছে আইমার যুবনেতা শেখ আব্দুল সেলিমের কাছে। এবার তাঁর এই পদোন্নতির জন্য তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হল শালুকখালি যুব আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে। শেখ আব্দুল সেলিমের এই সম্মান প্রাপ্তিতে শালুকখালি যুব আইমা ইউনিটের সৈনিকরা অত্যন্ত খুশি বলে জানিয়েছেন ওই ইউনিটের নেতৃবৃন্দ। তাঁরা তাঁকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন।

নতুন বিডিওকে সংবর্ধনা জানাল নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এমন একটা সংগঠন, যা শুধু জনসেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সমাজসেবার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে আইমার জুড়ি মেলা ভার। কিছুদিন আগেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক তানভীর আফজালকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন আইমা নেতৃত্ব। জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হল এলাকার

প্রতিও রয়েছে আইমার সজাগ দৃষ্টি। বিশেষ করে যোগ্য মানুষকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেবার ক্ষেত্রে আর পাঁচটা সংগঠনের থেকে এক কদম এগিয়ে আছে আইমা। তেমনই পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমেও জনসেবার কাজ করার সার্বিক উন্নয়নে জোর দেওয়া। সেক্ষেত্রে সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে যাতে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করা যায় সেই চেষ্টাতে সর্বদা রত আছেন আইমা নেতৃত্ব। এদিনের সংবর্ধনা প্রদান সেই প্রচেষ্টারই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে।

এবার ওই জেলারই নন্দকুমার ব্লকের নতুন বিডিওকে সংবর্ধনা প্রদান করা হল নন্দকুমার ব্লক যুব আইমার পক্ষ থেকে। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এমন সংবর্ধনায় অত্যন্ত খুশি নন্দকুমার ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। তিনি আইমা নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ

এক বিশেষ মুহূর্তে বিশিষ্টজনদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

দুর্গোৎসবে বস্ত্র বিতরণ করল আইমার হলদিয়া ট্রেড ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পরিধি এতটাই বিস্তৃত যে, সব খবর সব সময় সামনে আসে না। অথচ সেই খবরের গুরুত্বও কম নয়। তেমনই এক গুরুত্বপূর্ণ খবরের শিরোনামে চলে এল হলদিয়া ট্রেড ইউনিয়ন আইমা ইউনিট। আইমার এই ইউনিটটির পক্ষ থেকে শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ করা হল সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাশাপাশি শারদোৎসবের শুভেচ্ছা জানানো হল দেশবাসীকে। প্রার্থনা করা হল বিশ্বশান্তির জন্য।

হলদিয়া ট্রেড ইউনিয়ন আইমা ইউনিট অনেকদিন ধরে সমাজসেবার কাজ করে চলেছে। একইসঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে আইমার এই ইউনিট বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এবার তাদের পক্ষ থেকে শারদীয়া দুর্গোৎসবে বস্ত্র বিতরণ করে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করা হল। হলদিয়া ট্রেড ইউনিয়ন আইমা ইউনিটের বস্ত্র বিতরণের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ট্রেড ইউনিয়নের যুব নেতৃত্ব ছাড়াও ওই ইউনিটের সকল কর্মীবৃন্দ। এছাড়াও ছিলেন আইমার হলদিয়া ট্রেড ইউনিয়নের মহিলা নেত্রী গৌরীকরণ সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বদ্রীনাথ ডিন্ডা, বেলাল উদ্দিন, ২৬ নং আইমা ইউনিটের নেতা সাদ্দাম দিন, আইমার সোশ্যাল মিডিয়ার সদস্য মুশারফ হোসেন, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য কার্তিকবাবু প্রমুখ।

চককাশমালী আইমা ইউনিটের উদ্যোগে বেহাল রাস্তা মেরামত

নিজস্ব প্রতিনিধি: সবে শীতের মরসুম পড়তে শুরু করেছে। তার আগে গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বর্ষার প্রকোপে নাজেহাল অবস্থার মধ্যে পড়েছিল। বিশেষ করে জলমগ্ন পথঘাট দিয়ে মানুষের চলাচলই দায় হয়ে পড়েছিল। এখনও এমন বহু নীচু জায়গা আছে যেখানে জল জমে রাস্তাঘাট ভেঙে পড়েছে। উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা নেতাদের কোনও কোনও হেলদোল নেই এসব নিয়ে। সরকারও উদাসীন এসব ব্যাপারে। ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু মানুষের ভোগান্তিতে বরাবর যেমন পাশে থেকেছে তেমনই অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা। প্রয়োজনে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। এবার এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সাধারণ মানুষ।

প্রবল বৃষ্টির কারণে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে গ্রামীন রাস্তাগুলো। একই অবস্থা জেলার চককাশমালী অঞ্চলও। এমত অবস্থায় চককাশমালী আইমা ইউনিটের কর্মীরা নিজেরাই নেমে পড়লেন রাস্তা সারাইয়ের কাজে। সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন জনসেবার কাজে।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সৈনিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় নতুনভাবে নির্মিত হল রাস্তা। এদিকে চককাশমালী আইমা ইউনিটের এই মহতী উদ্যোগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্থানীয় অঞ্চলের মানুষজন। তাঁরা আইমার এমন কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যে কাজ করা উচিত ছিল পঞ্চায়েতের সেই কাজ দীর্ঘদিন ফেলে রেখে টালবাহানা করছে সরকার, এমনটাই অভিযোগ অধিকাংশ গ্রামবাসীর। ফলে তাঁরা সরকারের এই উদাসীনতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। অন্যদিকে প্রশংসা করেছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের।

আইমার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপাত্র হলেন আরমান কবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপাত্র হিসাবে এবার নিয়োগ করা হল কলকাতা জেলা আইমার বিশিষ্ট নেতৃত্ব মহম্মদ আরমান কবীরকে। আইমা সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের স্বাক্ষর সম্বলিত নিয়োগপত্র পাঠানো হয় তাঁকে। অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এতবড় দায়িত্ব পেয়ে স্বভাবতই খুশি আরমান কবীর। তাঁকে এই পদে মনোনীত করার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে। তাঁর ওপর বিশ্বাস এবং ভরসা রেখে রাজ্য মুখপাত্র হিসাবে তাঁকে মনোনীত করার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন তিনি। পাশাপাশি একথাও জানান,

ALL INDIA MINORITY ASSOCIATION TRUST
Head Office : PRATAPPUR DARBAR SHARIF
www.visitaima.org · nexia_pa@gmail.com
KESHIYARI BHUNYABAR, PRATAPPUR, PANSKURA, PURBA MEDINIPUR, 721152, W.B.
M.: 9732792808 // 9933998922 // 9933897552

Ref. No. AIMA/23/2023 Date 16.9.2023

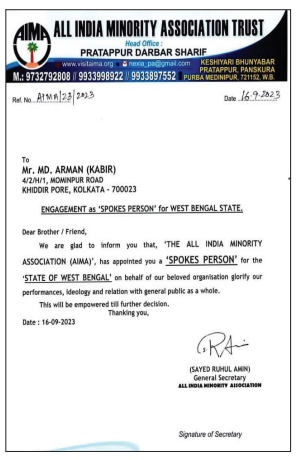

To
Mr. MD. ARMAN (KABIR)
4/2/H/1, MOMINPUR ROAD
KHIDDIR PORE, KOLKATA - 700023

ENGAGEMENT as 'SPOKES PERSON' for WEST BENGAL STATE.

Dear Brother / Friend,
We are glad to inform you that, 'THE ALL INDIA MINORITY ASSOCIATION (AIMA)', has appointed you a 'SPOKES PERSON' for the 'STATE OF WEST BENGAL' on behalf of our beloved organisation glorify our performances, ideology and relation with general public as a whole.
This will be empowered till further decision.
Thanking you,
Date : 16-09-2023

(SAYED RUHUL AMIN)
General Secretary
ALL INDIA MINORITY ASSOCIATION

Signature of Secretary

সততার সঙ্গে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে মানুষের মাঝে আইমার বার্তা তুলে ধরবেন। একইসঙ্গে একশো শতাংশ দিয়ে আইমার জন্য কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নতুন রাজ্য মুখ পাত্র আরমান কবীর।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১৮ রবিউস সানি ১৪৪৫ হিজরি ◯ ৩ নভেম্বর ২০২৩ ◯ ১৬ কার্তিক ১৪৩০ ◯ শুক্রবার

নির্বাচনী বন্ড নিয়ে অস্বচ্ছতা

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অনুদানের উৎস কী? মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে এই প্রশ্ন শুনে বেজায় খাপ্পা হয়েছেন কেন্দ্রীয় অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানি। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর অনুদানের উৎস জানার কোনও অধিকারই নেই দেশের জনগণের।

'নির্বাচনী বন্ড' নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা গত ২০২১ সাল থেকে ঝুলে রয়েছে শীর্ষ আদালতে। মামলাকারীরা দাবি করেছিলেন, রাজনৈতিক দলগুলো অবৈধভাবে এবং বিদেশ থেকে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে টাকা পেতে পারে। গণতন্ত্রের পক্ষে যার ফল হতে পারে ধ্বংসাত্মক। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে এই মামলা মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, নিজেদেরকে 'স্বচ্ছতার প্রতীক' বলে দাবি করা রাজনৈতিক দলগুলোর এত দুশ্চিন্তার কী আছে তাদের আর্থিক লেনদেন জনগণের সামনে প্রকাশ করতে? সবই যদি 'স্বচ্ছ' হয় তাহলে ভয়টা কীসের?

কেন্দ্রীয় অ্যাটর্নি জেনারেলের দাবি, ''যে নির্বাচনী বন্ড স্কিম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, সেটি অনুদানদাতাকে গোপনীয়তার সুরক্ষা দেয়। স্বচ্ছতার সঙ্গে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি করদানের যাবতীয় বাধ্যবাধকতা মেনে চলে। এই পদ্ধতি কোনওরকম আইনি অধিকারকে লঙ্ঘন করে না।" অত্যন্ত খোঁড়া এবং গোঁজামিল-যুক্ত কুযুক্তি অ্যাটর্নি জেনারেলের। তাঁর বক্তব্যের পাল্টা বলা যেতেই পারে, অনুদানদাতাকে গোপনীয়তার সুরক্ষা দেওয়ার অর্থ কি এটা হতে পারে যে, তাঁর কালো টাকা রাজনৈতিক দলগুলোকে দিয়ে নিজের কালো ধান্দাকে আরও পোক্ত করার সার্টিফিকেট আদায় করে নেওয়া? আর স্বচ্ছতার সঙ্গে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা কীভাবে গোপন হতে পারে? স্বচ্ছ মানেই তো প্রকাশ্য। আর্থিক লেনদেন নিয়ে গোপনীয়তা তো তখনই বজায় রাখা হয় যখন সেই লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনও বড়সড় গণ্ডগোল থাকে। তাহলে কি এই গোপনীয়তার পিছনে এমন কোনও বিষয় আছে? এরই সঙ্গে আর একটা কথা বলতে হয়, যদি সত্যিই করদানের বাধ্যবাধকতা মেনে চলে এই নির্বাচনী বন্ড তাহলে এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন? কেন এত লুকোছাপা? দেশের মানুষ জানুক করদাতারা কত স্বচ্ছ আর নিষ্পাপ!

তবে ভেঙ্কটরামানি একটা খুব সত্যি কথা বলে দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে। 'দেশের মানুষের কোনও অধিকারই নেই এসব নিয়ে জানার' বলে যে ঔদ্ধত্য তিনি দেখিয়েছেন সেটা ভারতবর্ষের সেই চিরাচরিত রাজনৈতিক ইতিহাসের কথাটাই নতুন করে আরও একবার সামনে নিয়ে আসে। রাজনৈতিক নেতারা এদেশের মানুষকে শুধু 'ভোটার' ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না। ফলে তাদের ভোটে জয়ী হবার পর তাদের অধিকার নিয়ে সীমারেখা তৈরি করে দিয়ে এঁরা বুঝিয়ে দিতে চান জনগণের কাজ হল কেবলমাত্র ভোট দেওয়া, প্রশ্ন করা নয়।

২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার ভারতের জনগণকে দিয়েছে সংবিধান। একমাত্র প্রতিরক্ষা এবং আরও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র এই আওতার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের কোথাও একথা বলা নেই যে, রাজনৈতিক দলগুলোর আয়ের উৎস কী সেটা নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। কেন্দ্রীয় অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যকে মান্যতা দিলে আমরা ধরে নিতেই পারি, এই রাখঢাকের পিছনে নিশ্চয় কোনও রহস্য আছে। নাহলে দেশের ভোটদাতাদের কেন কোনও অধিকার থাকবে না রাজনৈতিক দলগুলোর অনুদান নিয়ে প্রশ্ন করার? কীসের জন্য এই গোপনীয়তা? দেশের মানুষের ভোট নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর তাদের অধিকার নিয়ে সীমারেখা ঠিক করে দেবার অধিকার সরকারকে কে দিয়েছে? বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে গর্ববোধ করব, আবার স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তে সেই গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের অধিকার হরণ করব; একসঙ্গে তো এই দুটো জিনিস চলতে পারে না। অ্যাটর্নি জেনারেল ভেঙ্কটরামানির ভাষ্য অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধান সবকিছু জানার অধিকার দেয় না দেশের জনগণকে। তবে কাদের জন্য তৈরি হয়েছে এই সংবিধান? দেশের সংবিধান সম্পর্কে যাঁদের ন্যূনতম ধারণা এবং শ্রদ্ধা রয়েছে তাঁরা এমন নির্বোধের মতো কথা বলার আগে অন্তত দু'বার ভাববেন। চাইলেও গায়ের জোরে সংবিধান বদলে ফেলা যায় না। যাদের জন্য এই সংবিধান, দেশের খুঁটি সেই জনগণকে সম্মান করতে শিখুন মাননীয় সরকার বাহাদুরের চাকুরে। কেননা জনগণ ছাড়া সরকারের কোনও অস্তিত্বই নেই মনে রাখবেন। তাই নির্বাচনী বন্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের 'নাক গলানো' আপনারা পছন্দ করুন বা না করুন, সেটা যে জনগণের স্বার্থেই, একথা ভুলে যাবেন না।

• • • • • •

রমজান মাসের আমল সমূহ

আরবি বছরের নবম মাস হচ্ছে রমজান। আরবি বারো মাসের মধ্যে রমজান মাস এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী। রমজান মাস রহমত আর বরকতের মাস। এ মাস অন্যসকল মাস থেকে অধিক ফজিলতপূর্ণ কারণ এ মাসে আল্লহপাক পবিত্র কোরান নাজিল করেছেন। এ মাসে একটি নফল ইবাদত একটি ফরজের সমতুল্য। তাই আমাদের রমজান মাসে বেশি বেশি আমল করা উচিত। এখন জেনে নেব রমজান মাসের বেশ কয়েকটি আমল সম্পর্কে—

রমজানের চাঁদ দেখা

রমজানকে কেন্দ্র করে একজন ইমানদারের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হল শাবান মাসের শেষ তারিখে (২৯ তারিখে) তিনি আকাশে রমজান মাসের চাঁদকে তালাশ করবেন এবং রমজানের চাঁদ দেখার দোয়া পাঠ করবেন।

রোজা রাখা

রমজানের চাঁদ দেখা গেলে বা রমজান শুরু হয়ে গেলে একজন মুমিনের প্রধান আমল হল গোটা রমজান মাসজুড়ে দিনের বেলা সিয়াম পালন করা অর্থাৎ রোজা রাখা। রোজা সকল মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহপাক পবিত্র কোরানে বলেছেন, "হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পারো।" (সূরা আল-বাক্বারাহ, ১৮৩)

রসুলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রমজান মাসে গোটা মাসব্যাপী ইমান ও ইখলাসের সাথে রোজা রাখার নিয়ত করবে এবং রোজা রাখবে আল্লাহ তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন।

তারাবি নামাজ

রমজান মাসে এশার সালাতের পর তারাবি সালাত আদায় করা। তারাবি সালাত আদায় করা সুন্নাত। রসুলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইমান ও ইখলাসের সাথে তারাবির সালাত অর্থাৎ রাতের সুন্নাত সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে এশার ফরজ নামাযের পরে, আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে ঘোষণা, তার পূর্বের সকল অন্যায় ও ভুলত্রুটি মাফ করে দেওয়া হবে।

ইফতার করা

ইফতার করা রমজান মাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল এবং সেই ইফতারটাকে বিলম্বে না করে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে করে নেওয়া। সাথে কোনও রোজাদারকে ইফতার করানোর ফজিলত অনেক। অর্থাৎ কোনও রোজাদারকে ইফাতার করালে রোজাকারীর সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়।

সেহরি খাওয়ার ফজিলত

রমজান মাসের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হল সেহরি খাওয়া। আমাদের উচিত সেহরি দেরিতে খাওয়া।

ইফতারের আগে দোয়া করা

ইফতারের আগে দোয়া করা গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। কারণ ইফতারের আগে দোয়া কবুল হয়। হাদিসে এসেছে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন প্রকার ব্যক্তির দোয়া কখনও বৃথা যাবে না। অবশ্যই তাদের দোয়া আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। (১) রোজাদার ব্যক্তি। (২) ন্যায়পরায়ণ শাসক ও (৩) নির্যাতিত ব্যক্তি। সুতরাং রোজাদার ব্যক্তি যদি ইফতারের আগমুহূর্তে দোয়া করেন তাহলে আল্লাহ তাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

ইহুদি অভিলাষ পূরণে অপকৌশলের আশ্রয়

পৃথিবীর প্রতিটি শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ ফিলিস্তিনি ও ইজরায়েলি সমস্যার স্থায়ী সমাধান দাবি করে আসছে। ৭০-৭৫ বছর যাবত এই সমস্যার সমাধান বিভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও স্বস্থি ফিরে আসেনি। আজও গভীর অরণ্যে রোদনের মতো অবস্থায় রয়ে গেছে। বছরের পর বছর যাবত প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েল সমস্যা সমাধানে যত চুক্তি হয়েছে প্রতিটি চুক্তির পিছনে প্রতারণার অশুভ লক্ষ লুকিয়ে ছিল।

কলম সেনা

প্রতিশ্রুত ভূমি

ইহুদি চক্রের ধর্মীয় ধারণার ভিত্তিতে তারা তাদের মসীহ (দাজ্জাল) আবির্ভাবের পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে। যে মসজিদ সারা বিশ্ব দেখছে —বায়তুল মোকাদ্দাস বা আল আকসা এটা ভেঙে তারা হায়কেলে সোলায়মানী নামক টেম্পল তৈরি করবে। ওদের ধারণায় ওরা নিজেদেরকে বনু ইজরায়েল ভাবে। কিন্তু বনু ইসরাইল নয় ওটা হচ্ছে ইউরোপীয়ান যিশুর। প্রতীক্ষিত মসীহর (দাজ্জাল)-এর আগমন, বিশ্ব শাসন করা ইত্যাদি ধারণা, এগুলো ওদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদ বর্ণিত নীতিমালার বিশেষ অংশ। কিন্তু বাস্তবতা ঠিক উল্টো। আসলে ইতিপূর্বে মসীহ এসেছিলেন, কিন্তু এরা তাকে চেনেনি, চেনার চেষ্টাও করেনি। তিনি হলেন, মসীহ ইবনে মরিয়ম (আঃ)। অর্থাৎ হজরত ঈষা (আঃ)। শুধু তাই নয় এরা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। ওদের ওই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে আল্লাহতায়লা ঈষা (আঃ) কে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। অমা ক্বতালুহু অমা শলাবু তারা তাকে হত্যা করেনি, না তারা তাকে শূলবিদ্ধ করেছে। বরং রফাল্লাহু আলাইহি-আল্লাহ তায়ালা তাকে উপরে উঠিয়ে নিয়েছেন।

ইহুদি ধর্মের নিরিখে তারা দাজ্জাল কেমসীহ মনে করেন। যার সহায়তায় তারা পৃথিবী শাসন করবে। এবং ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে নিজেদের অধিকারভূক্ত জায়গা মনে করে। এখানে আর কারও অধিকার নেই। যার কারণেই ১৯১৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের নিজস্ব জায়গাকে দখল করে চলেছে। ফিলিস্তিনদের ঘরবাড়ি ভেঙেছে, নির্বিচারে হত্যা চালাচ্ছে, শিশু হত্যা করেছে, নারীর ইজ্জত হরণ করেছে, অথচ বিশ্ব নেতৃত্ব ওদের জঘন্য হত্যাকে মানবতা বিরোধী বলছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার অত্যাচারিত ফিলিস্তিনদের নিজ অধিকার বলবত করতে চাইলে তাদেরকেই সন্ত্রাসবাদী বলা হচ্ছে।

টার্গেট কিলিং

ফিলিস্তিনে জনগণ ইহুদি অত্যাচার সইতে সইতে শেষ সীমায় পৌঁছেছে। এখন তারা রুল স্টেট পথ বেছে নিয়েছে। যুদ্ধ, সন্ত্রাস কোনওটাই সমাধানের পথ নয়। কোনওক্রমে যুদ্ধকে মেনে নেওয়া যায় না। সমর্থনও করা যায় না। যুদ্ধ ধ্বংস ডেকে আনে, শান্তি নিয়ে আসতে পারে না। তবে ইহুদিরা ফিলিস্তিনদের স্বাধীন স্বদেশের বুকের মধ্যে জোরপূর্বক বসতি স্থাপন করে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালাচ্ছে। মানবাধিকার মৌন ভূমিকায়। বিশ্ববিবেকের কাছে এর কোনও সদুত্তর নেই। মানবাধিকার একটা শধ মাত্র এর কোনও বাস্তবতা নেই। ফিলিস্তিনদের জায়গা দখল হল, ঘরবাড়ি ভাঙা হল, বসত বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে জায়গা দখল করা হল, শিশু-নারী নির্বিচারে হত্যা করা হল। প্রতিবাদ প্রতিরোধ করলেই ফিলিস্তিনরা সন্ত্রাসী হয়। বিশ্ব নেতৃত্বের এটাই দৃষ্টিভঙ্গী। তবে বিশ্ব মুসলিম এর জন্য মোটেও হতচকিত হয়নি। কারণ হাদীসের জ্ঞান যাদের আছে তারা জানে, এই সেই অত্যাচারী ইহুদি জাতি যারা কেয়ামত পূর্ব জমানায় মহা ফিতনাবাদ দাঙ্গাকুলের অনুসারী হবে। এরা সেই মানুষ খুনে গোষ্ঠী যারা দাজ্জালের নেতৃত্বে পৃথিবী শাসন করার বাসনা পোষণ করে। কিন্তু এই শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। অত্যাচারী চিরদিন টিকে থাকতে পারে না। আমাদের দেশে অত্যাচারী ইংরেজ ব্রিটিশ বিতাড়িত হয়েছে এটাই ইতিহাস।

বর্তমানে এই অত্যাচারী ইহুদি শক্তির পিছনে কারা আছে? প্রকাশ্যে ও গোপনভাবে কারা সাহায্য করছে? বিশ্ব জগতের অতীত ও বর্তমান চিত্রটা দেখুন—সত্যটা স্পষ্ট হয়ে যাবে, একটাই সভ্যতা— পাশ্চাত্য সভ্যতা, এদের হাতে খুন হয়েছে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ। এদের হাত রক্তাক্ত হাত। সে রক্তের দাগ ইতিহাস থেকে মুছে যায়নি, যাবে না কখনও। এরা ইরাককে রক্তাক্ত করেছে, আফগানিস্তানকে ক্ষতবিক্ষত করে রক্তের বন্যা বইয়েছে, সিরিয়ায় হত্যালীলা চালিয়েছে, ইয়েমেনের মানুষকে হত্যা করেছে, উইঘুরদের রক্তে রঞ্জিত করেছে, ভিয়েতনামে হত্যাযজ্ঞের তাণ্ডব চলেছে। শুধুমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ৩ কোটি মানুষকে হত্যা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৭-৮ কোটি মানুষকে হত্যা করেছে। ভিয়েতনামে দশ লাখ, ইতালিতে কয়েক লাখ। বর্তমানে এরা বাছাই করে মুসলিম দেশগুলোতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। অপরাধ কী? তারা মুসলিম। অপরাধ কী? তারা এক আল্লাহতে ইমান রাখে। তাদের অপরাধ কী? তারা মহম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত তাঁর অনুসারী। ধর্মপ্রাণ, ধর্মীয় অনুশাসনের নিগূঢ় বাঁধনে আবদ্ধ।

শান্তিচুক্তির অন্তরালে

পৃথিবীর প্রতিটি শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষ ফিলিস্তিনি ও ইজরায়েলি সমস্যার স্থায়ী সমাধান দাবি করে আসছে। ৭০-৭৫ বছর যাবত এই সমস্যার সমাধান বিভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও স্বস্থি ফিরে আসেনি। আজও গভীর অরণ্যে রোদনের মতো অবস্থায় রয়ে গেছে। বছরের পর বছর যাবত প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েল সমস্যা সমাধানে যত চুক্তি হয়েছে প্রতিটি চুক্তির পিছনে প্রতারণার অশুভ লক্ষ লুকিয়ে ছিল। সেই সঙ্গে ইজরায়েলি খল মনোভাব প্রকট হয়েছে। কখনও আবার ইজরায়েল সমগ্র বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে চুক্তিভঙ্গ করেছে। ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে মাদ্রিদ শহরে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের যুক্ত সভাপতিত্বে মাদ্রিদ শান্তি আলোচনা হয়। এই সম্মেলনে ফিলিস্তিনি পক্ষের নেতৃত্ব দেন ডঃ হায়দার আবুল শফি, যদিও ফিলিস্তিনিদের মূল প্রতিনিধি দলের ফয়সাল হুসেনী অবশ্য তিনি এই শান্তি আলোচনায় জর্ডান ফিলিস্তিনি দলে থাকেন। আন্তর্জাতিক সংবাদ মিডিয়া উপস্থিত ছিল। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইংরেজির অধ্যাপক হানান আশরাওয়ি পিএলও-র মুখপত্র হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ১৯৯১ সালের এই সম্মেলন নির্ভরযোগ্য ফল দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণ ইরজায়েলি লিকুড সরকারের প্রতিনিধি দল চূড়ান্ত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের দীর্ঘ সূত্রতার আশ্রয় গ্রহণ করে। শান্তিপ্রক্রিয়ায় উত্তরণের পথে তারা বার বার বিভিন্ন বাহানার অন্তরায় সৃষ্টি করে। ১৯৯২ সালে ইজরায়েলে নির্বাচনে পরাজয়ের পর লিকুড নেতা শামীর নিজেই একথা স্বীকার করেন। ফিলিস্তিনদের সঙ্গে একটা প্রতারণামূলক গোপন চুক্তি আলোচনা হয়েছিল ১৯৯৩ সালের ১৯-শে আগস্ট আসলে শহরে। যেটি ডিক্লারেশন অব প্রিন্সিপালস অন ইন্টেরিম সেলফ গভরমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট নামক চূড়ান্ত দলিল। ইরজায়েলি পক্ষে ছিলেন শিমন পেরেজ ও পিএলও-র পক্ষে আহমেদ কারী আবু আলা। এই চুক্তিতে দীর্ঘমেয়াদী ও ধারাবাহিক কিছু কর্মসূচি গৃহীত হয়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিবরণ এখানে তুলে ধরছি।

১৯৯৩ সালের মধ্যে উভয়পক্ষ গাজা এলাকা ও পশ্চিমতীরের জোয়িকো শহর থেকে ইজরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছবে।

১৯৯৪ সালের ১৩-ই এপ্রিল এর মধ্যে ইজরায়েল গাজা এলাকা ও মনোনীত প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষের নিকট এই এলাকার বেসামরিক শাসনভার অর্পণ করবে।

১৯৯৪ সালের ১৩ জুলাইয়ের মধ্যে উভয়পক্ষ প্যালেস্তইন কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠানের রূপরেখা ও উক্ত কাউন্সিলর গঠন প্রক্রিয়া ও ক্ষমতা-দায়িত্ব সম্পর্কে একটি অন্তবর্তীকালীন চুক্তি চূড়ান্ত করবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইজরায়েলি দখলদার বাহিনী পশ্চিমতীর এলাকার বাইরে নির্দিষ্ট এলাকায় সরে গিয়ে নতুন অবস্থান গ্রহণ করবে। ইজরায়েলি বাহিনী সরে যাওয়ার পর প্যালেস্তাইন কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর উক্ত এলাকায় ইজরায়েলী বাহিনীর সামরিক শাসনের অবসান হবে এবং বেসামরিক শাসনভার নির্বাচিত প্যালেস্টাইন কাউন্সিলের হাতে অর্পিত হবে।

১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ইজরায়েলি ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জেরুজালেম শহরের আইনগত অবস্থান, ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন, ইহুদি আবাসন প্রকল্পসমূহ এবং তাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সীমান্ত ও অন্যান্য সম্পর্ক চূড়ান্ত ও স্থায়ী শান্তি চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হবে।

১৯৯৯ সালের ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত শান্তি চুক্তির শর্ত সমূহ কার্যকর হবে।

যাইহোক এই আলোচনা ফিলিস্তিনিদের জন্য সামান্য আশা দেখালো। তারা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। (এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য—এই চুক্তির প্রতিটি ধাপ ছিল ইজরায়েলি সরকারের সম্মতি নির্ভরশীল) আসলে এই চুক্তিতে স্বাধীনতার কোনও প্রশ্নই ছিল না। বরং ছিল খুবই অপমানকর ও সীমিত শায়ত্ব শাসনের ভ্রান্ত প্রতিশ্রুতি। যা ইয়াসির আরাফত কহক মানমাত্র বিক্রিত দ্রব্যের ন্যায়। ফিলিস্তিনিরা পেয়েছিল ৪৫ কিমি দীর্ঘ ও ৮ কিমি প্রস্থ গাজা এলাকা ও পশ্চিম তীর এলাকার ক্ষুদ্র শহর জেরিকোর বেসামরিক শাসনভার। অথচ সম্পূর্ণ অধিকৃত এলাকায় ইজরায়েলি সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রইল। ইজরায়েল পেল পূর্ণ স্বীকৃতি। অথচ উগ্রপন্থী ইহুদিরা এই চুক্তিতে সন্তুষ্ট ছিল না। ১৯৯৪ সালের শুরুতেই হেবরনস্থ ইব্রাহিমী মসজিদে নামাজরত ২৯ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে জনৈক্য ইহুদি আগন্তুক। তথাকথিত শান্তি চুক্তি লঙ্ঘন করে ইজরায়েলি উগ্রপন্থীরা স্বাক্ষরিত কার্যকর করতে গেলে উদ্ভুত সমস্যার সফলতার জায়গায় বিফলতা ডেকে আনল।

পৃথিবীজুড়ে হত্যাজজ্ঞের উদ্দেশ্য কী?

আপনি কোরান পড়ুন দেখবেন কোথাও লেখা নেই নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। হিন্দু ভাই যারা তারা দেখুন বেদ-এর কোথাও লেখা নেই নিরপরাধ নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করতে হবে। খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ সেযা ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউটেস্টামেন্ট এগুলোতে কোথাও লেখা নেই নিরপরাধ মানুষ হত্যার কথা। অথচ দেখা যাচ্ছে এই সভ্যতা কোটি কোটি মানুষের কবর রচনা করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার তৎপরতায় বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে রেখেছে। রাশিয়াকে ইউক্রেনের সঙ্গে, চিনকে তাইওয়ানের সঙ্গে এভাবে ইরাক, ইরান, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডন সবাইকে আপোশে লড়িয়ে রেখেছে। বিশ্বকে সদা সর্বদা অস্থির রাখছে। এরা আসলে কি চায়? এরা চায় সারা বিশ্ব থেকে ধর্ম উচ্ছেদ হয়ে যাক। ধর্মের অধঃপতন হোক। আপনি সৎ হিন্দু হয়ে যান আপনাকে রাখবে না। আপনি সৎ ইহুদি, সৎ খ্রিস্টান হয়ে যান আপনার গলা চেপে ধরবে। আপনি সৎ মুসলিম হয়ে যান আপনার কল্লা কেটে আলাদা করে দেবে। আসলে এরা পৃথিবীতে ধর্মের অস্তিত্বকে রাখতে চায় না। এটাই এদের টার্গেট। ধার্মিক যদি পৃথিবীতে থাকে তাহলে উদ্দেশ্য সফল হবে না। উদ্দেশ্য কী? সমগ্র বিশ্বকে শাসন করা। এরা বিশ্বকে ধর্মহীন, নীতিহীন, স্রষ্টাহীন জগৎ বানাতে চায়। জুলুমের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। শান্তির সমুদ্রসম তৃষ্ণা নিয়ে পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ গলা ফাটালেও চিৎকার করলেও সেদিকে এদের ভ্রুক্ষেপ নেই। যদি বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো এদের তাবেদারিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ইস্পাত কঠিন পদক্ষেপ নিতে পারে, তাহলে বোধহয় এদের প্রতিরোধ করা যেতে পারে। ইহুদি অপকৌশল ও ধর্মের অন্তসার শূন্য অভিলাষ থেকে না ফেরা পর্যন্ত মানবতার মুক্তি, শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা অর্জনের আর বিকল্প পথ কোথায়?

ফেসবুক আসক্তি এবং বর্তমান যুব সমাজ

মাসুদ আলম

একটি তথ্যমূলক বিশ্লেষণ

প্রযুক্তির দুনিয়া এটা। প্রযুক্তি ছাড়া এক পা চলা মুশকিল মানুষের কাছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্তমান প্রজন্মের অতি আসক্তি দেখলে ভয় হয়। আরও খোলসা করে বললে বলতে হয়, ফেসবুক এখন রাজত্ব করছে মানুষের মনের অলিন্দে। এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। দক্ষিণ এশিয়া বা ভারত উপমহাদেশেও তরতর করে বাড়ছে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা। একটি সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ফেসবুক ব্যবহারকারীর শহর ভারত উপমহাদেশের ঢাকা শহর। তবে এই সংবাদে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ নেই মোটেই। কেননা গবেষকদের মতে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষকে ক্রমেই পরিণত করছে অসামাজিক নিষ্ক্রিয় প্রাণীতে।

লাইক দেওয়া, মেকি আনন্দ

ফেসবুক দ্রুতগতিতে সর্বমহলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 'লাইক' ফিচারটি চালু হওয়ার পর। লাইক পাওয়ার জন্যে খ্যাপাটে ও উসকানিমূলক মন্তব্য বা ছবি পোস্ট করার ঘটনাও কম নয়। মজার বিষয়, লাইকের উদ্ভাবক জাস্টিন রোজেনস্টাইন নিজেই তার ফোন থেকে এই ফিচারটি সরিয়ে ফেলেছেন। কেন? আসক্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে! নিজেই স্বীকার করেছেন সে-কথা। শুধু তাই নয়। অন্যান্য সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাপও তিনি ফোন থেকে মুছে দিয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''এসব অ্যাপ মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং মানুষকে আসক্ত করে তোলে।"

অ্যাপের নির্মাতারা সাবধানতা অবলম্বন করলেও অধিকাংশ ব্যবহারকারীই এসব ব্যাপারে মোটেই সচেতন নন।

মনোযোগের বারোটা বাজছে

ফেসবুক যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগের বারোটা বাজায়, তাই কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যক্তির চিন্তাশক্তি এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা। এমনকী আইকিউ লেভেলও কমতে থাকে ধীরে ধীরে। তাই সহজে আহাম্মক হতে চাইলে দীর্ঘসময় ফেসবুক ব্যবহার করে যে কেউ পেতে পারে চমৎকার ফল।

২০১৫ সালে মাইক্রোসফট পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী, স্মার্টফোন বিপ্লব ঘটার আগে মানুষের মনোযোগের স্প্যান ছিল ১২ সেকেন্ড। এখন তা দাঁড়িয়েছে মাত্র আট সেকেন্ডে। আর সবচেয়ে কম মনোযোগের খেতাবধারী গোল্ডফিশের স্প্যান ৯ সেকেন্ড! কাজেই সাড়ে সর্বনাশ ঘটিয়ে কপাল চাপড়ানোর আগেই সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি কলামে একই আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছেন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তিনি লিখেছেন, 'আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াই তারা সবাই একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি। গত কয়েক বছর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা কমে আসছে। অনেক সময় মনে হয় পড়ানোর সময় আমি যেটা বলছি ছাত্র-ছাত্রীরা সেটা শুনছে, কিন্তু বোঝার জন্য মস্তিষ্কটি ব্যবহার করতে তাদের ভেতর এক ধরনের অনীহা, এক ধরনের আলস্য। এ নিয়ে কোনও গবেষণা হয়নি। আমার কাছে কোনও তথ্য-উপাত্তও নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, এটি হচ্ছে ফেসবুক জাতীয় সামাজিক নেটওয়ার্কে বাড়াবাড়ি আসক্তির ফল। এটি নিশ্চয়ই শুধু আমাদের দেশের সমস্যা নয়, সারা পৃথিবীর সমস্যা। আমি একাধিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে দেখেছি, মাদকে আসক্তি এবং ফেসবুকে আসক্তির মাঝে মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচ ডিভোর্সের একটিতে দায়ী ফেসবুক

দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙতেও ইদানীং দারুণ ভূমিকা রাখছে ফেসবুক। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচটি ডিভোর্সের অন্তত একটির পেছনে ফেসবুক ভূমিকা রাখছে বলে একটি সমীক্ষায় জানা গেছে। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফেসবুকের মাধ্যমে স্বামী/ স্ত্রী পরস্পরের অজান্তে এমন সব নারী এবং পুরুষের সঙ্গে একান্ত সম্পর্ক গড়ে তুলছেন যাকে অবিশ্বস্ততা বলা যায়। যার ক্রমবর্ধমান বলি হয়ে উঠছে দাম্পত্য সম্পর্কগুলো।

আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব ম্যাট্রিমনিয়াল ল'ইয়ার্স দেশটিতে সংঘটিত সাম্প্রতিক কিছু ডিভোর্সের ওপর একটি গবেষণা চালিয়েছে। দেখা গেছে, ফেসবুক ব্যবহার করে স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে পরস্পরকে প্রতারণা করার হার দিন দিন বাড়ছে। ফেসবুকের মাধ্যমে তাঁরা গড়ে তুলছেন অনৈতিক সম্পর্ক। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, মার্কিন আদালতে ডিভোর্স আবেদনে বাদীর পক্ষের শতকরা ৬৬ জন আইনজীবী অনৈতিক সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে ফেসবুক থেকে নেওয়া তথ্য ব্যবহার করছেন! এই সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, ব্রিটেনেও প্রতি ১০০টির মধ্যে ২০টি ডিভোর্সের ঘটনায় ভূমিকা রাখছে ফেসবুক।

স্টিভ জবস ও বিল গেটস প্রযুক্তিপণ্য থেকে ঠিকই দূরে রেখেছেন নিজের সন্তানদের

মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস ও অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস। তাঁদের মতো মহান উদ্যোক্তাদের কল্যাণে স্মার্টফোন, ট্যাব, আইপ্যাড ও কম্পিউটার গেমস পৌঁছে গেছে পৃথিবীব্যাপী কোটি কোটি মানুষের দরজায়। অথচ এই প্রযুক্তিবিদরা নিজেদের সন্তানদের ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে শুরু থেকেই জারি করে রেখেছিলেন কঠোর নিষেধাজ্ঞা। বিল গেটস তাঁর সন্তানদের বয়স ১৪ হওয়ার আগে মোবাইল ফোন কিনে দেননি, এমনকী কম্পিউটারও ব্যবহার করতে দিতেন দিনে মোটে ৪৫ মিনিটের জন্য। আর স্টিভ জবস তো নিজের উদ্ভাবিত আইপ্যাডই কখনও ব্যবহার করতে দেননি সন্তানদের।

এই সতর্কতা অবলম্বনের কারণ হল তাঁরা ঠিকই জানতেন, আইপ্যাড-আইফোন জাতীয় প্রযুক্তিপণ্যগুলো মানুষকে অতিমাত্রায় আসক্ত করে তোলে। তাই মুনাফার লোভে অপরের ঘরে অশান্তির কাঁচামাল জোগান দিলেও নিজের ঘর তাঁরা সাধ্যমতো আগলে রেখেছেন ঠিকই। তাই নিত্যনতুন প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিজে সচেতন হোন এবং সেইসঙ্গে সন্তানদের হাতে স্মার্টফোন ও আইপ্যাড জাতীয় এসব আসক্তি-উপকরণ তুলে দেওয়ার আগে আরেকবার ভাবুন।

বাড়ছে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা

২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিষয়ক নীতি-নির্ধারক সংস্থা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের অর্থায়নে ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ স্কুল অব মেডিসিন একটি গবেষণা চালায়। ১,৭৮৭ জন মার্কিন তরুণের জীবনাভ্যাস পর্যালোচনা করে গবেষকরা রায় দেন, একজন তরুণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যত বেশি সময় কাটাবে, তত সে হতাশ একাকী ও বিষণ্ণ হয়ে পড়বে। গবেষকরা তাই ফেসবুককে আখ্যায়িত করেছেন 'অবসাদগ্রস্ত মানুষের আখড়া' হিসেবে।

গত কয়েক বছরে মার্কিন টিনএজারদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার পেছনেও স্মার্টফোনের বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করেন সে দেশের মনোবিজ্ঞানীরা। তাই আমাদেরও সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এখনও সবকিছু নাগালের বাইরে চলে যায়নি। সময় আছে। অতএব ফেসবুক আসক্তি কমিয়ে সুস্থ জীবন গঠনের লক্ষ্যে স্থির থাকলে আখেরে লাভই হবে।

বিক্ষোভ। মারাঠা সংরক্ষণের দাবিতে পুণে-সোলাপুর হাইওয়েতে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ মারাঠা ক্রান্তি মোর্চা কর্মীদের।

আকাশ ছুঁয়েছে কৈলাস বিজয়বর্গীয়র সম্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুয়ারে কড়া নাড়ছে মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন। এবার মধ্যপ্রদেশের বর্ষীয়ান নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় উপর ভরসা রেখেছে গেরুয়া শিবির। ইন্দোর-১ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন তিনি। বাংলার বিধানসভা ভোটের আগে তাঁকে পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেছিল দল। তবে সেবার আশানুরূপ ফল করতে পারেনি বিজেপি। আর তার খানিকটা হলেও দায় চাপানো হয়েছিল কৈলাস বিজয়বর্গীয়র কাঁধে।

একাংশ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের মত, তাঁর দলের একাংশের ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল কৈলাসের বিরুদ্ধে। দলকে সেভাবে পথও দেখাতে পারেননি তিনি বলে অভিযোগ ওঠে। বাংলার ভোটে গেরুয়া শিবিরের পরাজয়ের পর তাঁকে পর্যবেক্ষক পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল বিজেপি। এরপর সেভাবে আর কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি কৈলাস বিজয়বর্গীয়র কাঁধে। ব্যাক টু ২০২৩। ফের একবার কৈলাসেই ভরসা রাখছে দল। তাঁকে ইন্দোর-১ কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে। যদিও টিকিট পেতেই কৈলাস দাবি করেছিলেন, তাঁর ভোটে লড়াইয়ের ইচ্ছা ছিল না। তবে দল যখন দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্ব তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। জানেন কি কৈলাস বিজয়বর্গীয় সম্পত্তির পরিমাণ কত? নির্বাচনী হলফনামা থেকে জানা গিয়েছে, বিপুল সম্পত্তির মালিক কৈলাস। তবে তাঁর থেকে স্ত্রীয়ের সম্পত্তির পরিমাণ অনেকটাই বেশি।

মনোনয়ম ফর্মের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামায় কৈলাসের ঘোষণা নিজের ও তাঁর স্ত্রীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৪ কোটি টাকা। ২০১৩ সাল থেকে তাঁর সম্পত্তি বেড়েছে সাত গুণ স্ত্রীর নামে সম্পত্তি রয়েছে ১০ কোটি টাকা, বিজয়বর্গীয়র নামে ৪৮ বছরের পুরনো একটি প্লটও রয়েছে। স্ত্রী আশার নামে ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে

কৈলাসের। উল্লেখ, পাঁচ বছর আগে ১.৩৩ কোটি টাকা দিয়ে একটি জমি কিনেছিলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়। সেই জমির প্রতি বর্গফুটের দর ৬ হাজার টাকা। ৪৮ বছরের পুরনো একটি জমির মালিক কৈলাস। ১৫০০ বর্গফুটের প্লটটি ৫ হাজার টাকায় কিনেছিলেন বলে উল্লেখ। এই জমিতে নির্মাণকাজ চালানো হয়েছে।

এছাড়াও নন্দ নগরে ২ হাজার বর্গফুটের একটি পৈতৃক ভবন রয়েছে। এই বাড়িটির মূল্য ২.৩৩ কোটি টাকা। এই সম্পত্তির অর্ধেক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। তাঁর সম্পত্তির স্ত্রীর সম্পত্তির মাত্র ২৫ শতাংশ। হলফনামায় বিজয়বর্গীয় উল্লেখ করেছেন, তাঁর আয়ের উৎস পেনশন, সুদ ও ভাড়া। অন্যদিকে স্ত্রীর আয়ের উৎস বেতন, সুদ ও ব্যবসা।

‘লৌহ গম্বুজ’ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করছে ভারত

নয়াদিল্লি: ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ইজরায়েলের লৌহ গম্বুজ অর্থাৎ ‘আয়রন ডোম এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম’ সম্পর্কে সম্ভবত সকলের জানা হয়ে গিয়েছে। ৭ অক্টোবরের আগে পর্যন্ত এই অত্যাধুনিক রকেট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্ভেদ্য বলে মনে করা হত। কিন্তু, হামাস গোষ্ঠীমাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে প্রায় ৫,০০০ রকেট ছোড়ায়, এই ব্যবস্থা কিছুটা হলেও ব্যর্থ হয়। তবে, লৌহ গম্বুজ না থাকলে, ওইদিন ইজরায়েল আরও বড় ক্ষতির মুখে পড়ত। এবার, ভারতও আয়রন ডোমের মতো নিজস্ব দূর-পাল্লার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির পথে পা বাড়াচ্ছে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে ‘প্রোজেক্ট কুশ’। ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা বা ডিআরডিও এই প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়েছে। ২০২৮-২৯ সালের মধ্যেই এই ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ভারতের এলআর-এসএএম, অর্থাৎ, লং-রেঞ্জ সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনেকটা আয়রন ডোমের মতোই কাজ করবে। স্টেলথ ফাইটার, যুদ্ধবিমান, ড্রোন, ক্রুজ মিসাইলের মতো, আকাশপথে আসা বিভিন্ন ধরনের হুমকি শনাক্ত করতে এবং তা নির্মূল করতে পারবে। ৩৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত কাজ করবে এই ব্যবস্থা। ভারতীয় বায়ুসেনা ইতিমধ্যেই রাশিয়ার তৈরি এস-৪০০ ট্রায়াম্ফ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ব্যবহার করে। তার মতোই ইন্টারসেপশন ক্ষমতা থাকবে এই দেশীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার।

প্রকল্প কুশের জন্য প্রায় ২১,৭০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। ডিআরডিও এবং বেসরকারি ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থা যৌথভাবে এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা শাখার মতে, ‘আত্মনির্ভর ভারত’ গঠনের পথে প্রকল্প কুশ এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হতে চলেছে। লৌহ গম্বুজের দেশি সংস্করণটি ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে একলাফে অনেকটা বাড়িয়ে দেবে। বিভিন্ন দূরত্বে প্রতিকূল শক্তিকে শনাক্ত করার ক্ষমতার জন্য এটিকে একটি বহুমুখী এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষা সম্পদ হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতের জন্য প্রাথমিকভাবে নিরাপত্তাগত উদ্বেগ রয়েছে প্রতিবেশী দেশ চিন এবং পাকিস্তানের থেকে। সীমান্ত এলাকায় এই ব্যবস্থা যথেষ্ট কার্যকর হবে।

‘মোদীর প্রাণভোমরা আদানি’

আইফোন হ্যাক বিতর্কে ‘রাজকাহিনি’ শোনালেন রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের টার্গেট করা হচ্ছে। তাঁদের ফোন হ্যাক করা হচ্ছে। অ্যাপলের তরফে আসা সতর্কবার্তার স্ক্রিনশট পোস্ট করে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন মহুয়া মৈত্র, শশী থারুর, প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, রাঘব চাড্ডা, সীতারাম ইয়েচুরিরা। এ প্রসঙ্গে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন রাহুল গান্ধী।

কেন বিরোধী নেতাদের ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে? এর ব্যাখ্যা মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে রাহুল গান্ধী বলেন, ‘‘বিরোধীরা এত দিন ভুল নিশানায় আক্রমণ করছিলেন। তাঁরা রাজা অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করছিলেন। কিন্তু, তাঁর হাতে ক্ষমতাই নেই। তাঁর প্রাণ আটকে রয়েছে তোতাপাখি আদানির মধ্যে। ঠিক সেখানেই আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধীরা। আর তাতেই বিপদঘণ্টি বেজেছে। তাই এই সমস্ত গোলমাল করে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।’’

এদিন এক রাজার কাহিনি শোনালেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, ‘‘রাজকাহিনি অবশ্য এখন তোতাকাহিনিতে বদলে গিয়েছে। রাজার প্রাণভোমরা লুকিয়ে ছিল তোতাপাখির মধ্যে। এখানেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রাণভোমরা রয়েছে আদানি নামের তোতাপাখির মধ্যে।’’ রাহুল জানান, কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল, তাঁর অফিসের কিছু কর্মী, মহুয়া মৈত্র, সুপ্রিয়া সুলের মতো সকলেই অ্যাপল আইফোনে এই সতর্কবার্তা পেয়েছেন।

ইন্ডিয়া জোটের একের পর এক সাংসদের আইফোন হ্যাকের অভিযোগ। অ্যাপল থেকে আসা সতর্কবার্তার স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন মহুয়া মৈত্র, শশী থারুর, প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী। তালিকায় রয়েছে সীতারাম ইয়েচুরি, পবন খেরা, রাঘব চড্ডারাও। আসাদুদ্দিন ওয়াইসির আইফোনও হ্যাক করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের অভিযোগ, আইফোনে আসা সতর্কবার্তায় লেখা রয়েছে, রাষ্ট্রপরিচালিত হ্যাকারেরা আপনাকে টার্গেট করেছে। অ্যাপ আইডির সঙ্গে আপনার যে আইফোনটি যুক্ত রয়েছে, সেটি হ্যাক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনি কে, কী করেন, সম্ভবত এ সব দেখে হ্যাকারেরা নির্দিষ্ট করে আপনাকেই টার্গেট করেছে।

এই মর্মে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে যথাযথ তদন্তের দাবি জানিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আর্জি জানিয়েছেন মহুয়া মৈত্র। তাঁর বক্তব্য, ‘‘আপনি এবার রাজধর্ম পালন করুন। সাংসদদের রক্ষা করুন।’’ এদিকে, অ্যাপল সংস্থার বক্তব্য, ‘‘এই নোটিফিকেশনগুলি ভুয়ো অ্যালার্মও হতে পারে। এই ধরনের আক্রমণ শনাক্ত করতে গোয়েন্দা সংকেতের উপর নির্ভর করা হয়। তবে অনেকক্ষেত্রেই তা অসম্পূর্ণ থাকে। এটা হতেও পারে কিছু অ্যাপল গ্রাহক এই হুমকি বিজ্ঞপ্তি ভুয়ো অ্যালার্ম হিসেবে পেয়ে থাকতে পারেন।’’

৭০ বছরেই হিট-সুনামি, দুর্যোগের দুয়ারে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিস্তীর্ণ খোলা জমিতে জ্বলে গিয়েছে ঘাস। এক সময়ে যা ছিল চাষের খেত, এখন সেখানে সবুজ বলে কিছুই চোখে পড়ে না। রোদ একটু চড়া হলে আর বাইরের দিকে তাকানো যায় না। লোকজন? বেশ কয়েক বছর আগেও যে জায়গাগুলি জনপদ বলে পরিচিত ছিল, সেখানে এখন শুধুই পরিত্যক্ত বাড়ির কঙ্কাল। মানুষ দূরে থাক, দিনেরবেলা কুকুর-বিড়ালের দেখাও পাওয়া যায় না। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস? না, তেমন হত ৭০-৭৫ বছর আগে, এখন কয়েক ডিগ্রি বেশি। পদচিহ্ন গ্রামের কথা কি মনে পড়ছে কোনওভাবে? বা হরর ছবির প্লট? না। যেটা গল্প বলে মনে হচ্ছে, মাত্র ৭০ বছর পর সেটাই এ দেশে সত্যি হতে চলেছে বলে সাবধান করছেন খড়গপুর আইআইটি’র গবেষকরা। তাঁদের সতর্কবার্তা, ঘনিয়ে আসছে ভয়ানক দিন। বেশি নয়, এই শতক শেষ হওয়ার আগেই ভয়াবহ হিট-সুনামিতে ছারখার হবে দেশের বেশির ভাগ এলাকা। বিলেতের বিখ্যাত ‘নেচার’ পত্রিকায় প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে এমনই জানিয়েছেন খড়গপুর আইআইটি’র সেন্টার ফর ওশান, রিভার, অ্যাটমোস্ফিয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড সায়েন্সের (কোরাল) গবেষকরা। ১৯৮০ থেকে ২০২০ পর্যন্ত চার দশক ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আবহাওয়া সংক্রান্ত নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করেছে পাঁচ বিজ্ঞানীর দল। দেশের আবহাওয়া যে দিকে মোড় নিতে চলেছে বলে ইঙ্গিত পেয়েছেন তাঁরা, সেটা এক কথায় ভয়াবহ। কোরাল-এর পক্ষ থেকে এই গবেষণাপত্রের প্রধান গবেষক কুট্টিপ্পুরাথ জয়নারায়ণন বলেন, ‘কোনও জায়গার আবহাওয়া কেমন থাকবে সেটা অনেকাংশেই নির্ভর করে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রার উপরে। আমাদের গবেষণা ছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা গত চার দশকে কেমন ভাবে বদলেছে, তার উপরে। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা দেখেছি, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি এলাকায় এবং দেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূপৃষ্ঠের গরম হওয়ার প্রবণতা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে।’ ভূপৃষ্ঠ গরম থাকার এই প্রবণতার পরিণতি কী হতে পারে--সেই বিষয়ে গবেষকদলের বক্তব্য, এর ফলে সামনের ৭০ বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু জায়গার গড় তাপমাত্রা ১.১ থেকে ৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যাবে। আবহবিদরা জানাচ্ছেন, এ বছরই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রির বেশি থাকা অবস্থায় টানা ৭০ দিন কাটাতে হয়েছে দেশের অনেকটা এলাকাকে। এই সব জায়গার বেশিটাই মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চল। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এই এলাকার গড় তাপমাত্রা যদি ৫ ডিগ্রি বেড়ে যায় তা হলে এলাকা আর বাসযোগ্য থাকবে না। সরাসরি প্রভাবিত হবেন অন্তত ৩০ কোটি মানুষ। এমনভাবে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে চলার মূলে অবৈজ্ঞানিক নগরায়ণকেই দায়ী করছেন বিজ্ঞানীরা। বলছেন, গত চার দশকে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে বহু ছোট শহর এবং মফস্সল গমগমে শহরে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ‘বড়’ বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১ নভেম্বর বুধবার থেকে বিদ্যাসাগর সেতু বা দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজে যানচলাচলের নিয়মে আসছে বড় বদল। বুধবার থেকে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ মেরামতির কাজ শুরু করছে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশন। হুগলি ব্রিজের দুটি লেন দিয়ে যান চলাচলের নিয়মেও বেশ কিছু বদল আনা হয়েছে। ১ নভেম্বর থেকে পরবর্তী আটমাস দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজের মেরামতির কাজ শেষ না হওয়া অবধি হাওড়া ও কলকাতামুখী পণ্যবাহী বড় ও মাঝারি গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে বলবৎ হচ্ছে এই নির্দেশিকা। পুলিশের তরফে এমনটাই জানা গিয়েছে।

কলকাতা পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, ১ নভেম্বর থেকে শুরু হবে এই ব্রিজ মেরামতির কাজ। আগামী আট মাস ধরে তা চলবে। সেই কারণে প্রথম দফায় হাওড়াগামী ও দ্বিতীয় দফায় কলকাতাগামী ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী যান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী যানবাহনের রুটে বেশ কিছু বদল আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। পশ্চিম দিকগামী (বন্দর এলাকা ছাড়া) ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী গাড়ি যেগুলি ডিএল খান রোড ধরে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসবে, তাদের ওই রাস্তা থেকেই ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এই গাড়িগুলি হাসপাতাল রোড থেকে কেপি রোড, ডাফরিন রোড, মেয়ো রোড, নেতাজি মূর্তি, এসপ্ল্যানেড রো ইস্ট, ধর্মতলা ক্রসিং, সি আর অ্যাভিনিউ, ভূপেন বোস রোড, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, টালা ব্রিজ, বিটি রোড, ডানলপ ব্রিজ হয়ে নিবেদিতা সেতু হয়ে হাওড়া পৌঁছবে। এজেসি বোস রোড ধরে এক্কাইড মোড় দিয়ে যে গাড়িগুলি বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসবে, সেগুলিকে জওহরলাল নেহরু রোড, ডোরিনা ক্রসিং, ধর্মতলা মোড়, সি আর অ্যাভিনিউ, ভূপেন বোস রোড, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, টালা ব্রিজ, বিটি রোড, ডানলপ ব্রিজ হয়ে নিবেদিতা সেতুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে কলকাতা বন্দর থেকে যেসব ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী গাড়িগুলি বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসবে, সেগুলিকে ক্লাইড রো থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

নতুন ‘তৃণমূল’ দুর্নীতিমুক্ত! গা থেকে ‘বালু’ ঝাড়ার প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি: নতুনরা সবাই ভালো, পুরনোরাই খারাপ! পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর উত্তরসূরির গলায় যে বার্তা শোনা গিয়েছিল, জ্যোতিপ্রিয় গ্রেফতার হওয়ার পর তারই পুনরাবৃত্তি! সম্প্রতি দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূল নেতাদের একাংশ যা বলছে, তাতে ইঙ্গিত অনেকটা এরকমই। শিক্ষা, খাদ্য, পুরসভা— সবক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে বর্তমানে তৃণমূল সরকার কার্যত কোণঠাসা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর যখন আবারও একজন মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে গ্রেফতার হয়েছেন, তখন মন্ত্রিসভার সদস্যদের মুখে এক অন্য বার্তা। তাঁদের দাবি, ২০২১ সালের মন্ত্রিসভা নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই, যা অভিযোগ তা ২০২১-এর আগের। একই সুর সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের গলায়। রাজনৈতিক মহল প্রশ্ন তুলছে, খোদ

মন্ত্রীরাই কি শাসক দলের অন্দরে উস্কে দিচ্ছেন আদি-নব্য বিতর্ক? নাকি গা থেকে দুর্নীতির বালু ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন মন্ত্রীরা?

বালুর হাতে থাকা সেই দফতরই এখন রথীনের হাতে। দুর্নীতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘‘২০২১-এর পরে যদি এমন কোনও তথ্য কারও কাছে থেকে থাকে, তাহলে আমি বলতে পারব। আগের ব্যাপারটা বলা মুস্কিল।দ দায়িত্ব হাতে পাওয়ার পর সম্পূর্ণ স্ক্রুটিনি করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বিষয়টা আরও স্পষ্ট করে দিলেন বালুর জেলার নেতা পার্থ ভৌমিক। দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ২০২২ সালে মন্ত্রিসভার রদবদলের সময় প্রথম মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন পার্থ ভৌমিক। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে, তাঁর স্পষ্ট জবাব, ‘‘২০২১-এর পর গত আড়াই বছরে কেউ কোনও অভিযোগ দেখাতে পারেনি।’’ এই প্রসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘নতুন তৃণমূলে’র কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন দুর্নীতি নিয়ে ‘জিরো টলারেন্স’-এর কথাও।

দলের অন্দরে আদি-নব্য দ্বন্দ্ব নিয়ে কানাঘুষো শোনা যায় প্রায়ই। সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে তরুণ নেতাদের মতপার্থক্যের কথাও বলেন কেউ কেউ। তবে মন্ত্রীদের মুখে এই ধরনের বার্তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় আর এক মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কথাও। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী যখন গ্রেফতার হলেন, তখন পরোক্ষে পূর্বসূরীর দায় এড়িয়ে গিয়েছিলেন বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীও। তাঁর আমলে যে কোনও দুর্নীতি হয়নি, সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

‘টাটা যাওয়ায় দায়ী বাম সরকার’

মমতার পক্ষেই সুর সিঙ্গুরের ‘মাস্টারমশাইয়ে’র

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তারপরই সিঙ্গুর আন্দোলন নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। জমি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা সিঙ্গুরের ‘মাস্টারমশাই’ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সে সময়ে সিঙ্গুর থেকে টাটা গোষ্ঠীর বিদায় নিয়ে তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের আন্দোলনকেই দায়ী করেছিলেন। আবার শিরোনামে সেই প্রসঙ্গ। তবে এবার প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন তিনি। এবার বললেন, ‘‘টাটা সিঙ্গুর ছেড়ে চলে যাক, এটা কখনই চাইনি।’’ সঙ্গে এটাও বললেন, ‘‘টাটা চলে যাওয়ায় জন্য সিঙ্গুর-সহ রাজ্যের ক্ষতি হলেও তার জন্য বর্তমান সরকার দায়ী নয়। যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে তাহলে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার।’’ টাটা চলে যাওয়ার জন্য আন্দোলন কিছুটা দায়ী বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ১৫ বছর পর নতুন করে সিঙ্গুরে ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য সরকার। সিঙ্গুরে কারখানা না হওয়ায় টাটাকে সুদসহ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড’কে। টাটার পক্ষে সর্বসম্মত রায় দিয়েছে মধ্যস্থতাকারী ট্রাইবুনাল। ফলে নতুন করে চর্চায় এসেছে সিঙ্গুর আন্দোলন। এ প্রসঙ্গে সিঙ্গুরের মাস্টারমশাইয়ের বক্তব্য, তআমরা সিঙ্গুর আন্দোলনকারী হিসাবে তখন চেয়েছিলাম ৬০০ একর ছবিতে টাটাদের কারখানা হোক। বাকি জমি কৃষকদের ফেরত দেওয়া হোক দ তাঁর আরও বক্তব্য, তৎকালীন রাজ্যপালের কাছে চুক্তি হলেও পরবর্তীকালে সেই চুক্তি অগ্রাহ্য করে তৎকালীন সরকার। ফলে নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, ট্রাইবুনালের যে রায় টাটাদের দিক থেকে তা যুক্তিসঙ্গত কারণ তাদের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু সেই দাবি রাজ্য সরকার মানবে কি না সেটা সম্পূর্ণ সরকারের ব্যাপার।

বছরে মাত্র একদিন বেনাগ্রামে ফেরেন বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুজব ছড়িয়ে ছিল ভূতের গ্রাম! গ্রামবাসীরা অবশ্য বলেন অনুন্নয়ন। কারণ যা-ই থাক না কেন, নব্বইয়ের দশকে একটা সম্পূর্ণ গ্রামের মানুষজন নিজেদের সাধের ভিটেবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। একটা সম্পূর্ণ গ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়। জায়গাটি কুলটির নিয়ামতপুরের কাছে বেনা গ্রাম। চিত্তরঞ্জন নিয়ামতপুর রাস্তার ঠিক পাশেই এই বেনাগ্রাম অবস্থিত।

বছরে শুধুমাত্র একদিনই এই গ্রামের মানুষরা গ্রামে ফিরে আসেন। সেটা হল লক্ষ্মীপুজোর দিন। লক্ষ্মীপুজোর দিন গ্রামে ফিরে আসেন বেনাগ্রামের সমস্ত মানুষ। গ্রামের লক্ষ্মী মন্দিরে আঁকা হয় আলপনা, জেনারেটরের আলোয় ঝলমল করে ওঠে গোটা গ্রাম। সারারাত জেগে হয় পুজো। ভোগও বিতরণ হয়। আবার সকাল বেলায় ঠাকুর বিসর্জন করে প্রত্যেকে ফিরে যান নিজের আস্তানায়। আবারও বেনাগ্রাম হয়ে যায় জনশূন্য।

২০০৫ সালে বেনা গ্রামের মানুষজন হঠাৎই নিজেদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেন। কোনওটাই কাঁচা বাড়ি নয়, নিজেদের জমি জায়গা, পাকা বাড়ি, এমনকী দোতলা বাড়ি ছেড়ে চলে যান গ্রামের মানুষজন। রাতারাতি গুজব ছড়িয়ে যায় ভূতের ভয়ে নাকি গ্রামছাড়া হয়েছে বেনাগ্রামের মানুষজন।

নেপথ্যে তেনাদের উৎপাত

যদিও যুক্তিবাদী থেকে শুরু করে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষজন বেনাগ্রামে গিয়ে কোনওরকম ভূত-প্রেত বা অশরীরির হদিশ পাননি। আদতে ভূতের কোনও অস্তিত্ব আছে বলেও মনে করেন না তাঁরা। অন্যদিকে কেউ কেউ আবার বলেন, বাম আমলে অনুন্নয়নের অন্ধকারে চলে গিয়েছিল এই বেনাগ্রাম। গ্রামে ছিল না বিদ্যুতের ব্যবস্থা। ছিল না পানীয় জল, এমনকী পাকা রাস্তাও ছিল না। গ্রামের পাশেই রেললাইন। সেখানে অন্ধকারে সমাজবিরোধীদের ভিড় বাড়ত। একাধিকবার খুন করে এলাকায় মৃতদেহ ফেলে রাখারও ঘটনা ঘটে। খানিকটা নিরাপত্তা এবং কিছুটা অনুন্নয়নের জন্যই গ্রামবাসীরা কার্যত গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

পরবর্তীকালে অবশ্য টনক নড়ে প্রশাসনের। আসানসোল পৌরনিগমের পক্ষ থেকে রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয় বেনাগ্রামে। বসানো হয় বিদ্যুতের খুঁটি। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেই অন্যত্র বাড়ি বানিয়ে থাকতে শুরু করেন। পুনরায় গ্রামে ফিরে নিজেদের সেই ভেঙেচুরে যাওয়া বাড়ি সংস্কার করে বসবাস শুরু করার ইচ্ছা আর কারও মধ্যেই ছিল না। যদিও প্রশাসনের দাবি, বেনাগ্রামের মানুষেরা যদি ফিরতে চান তাহলে তাঁদের জন্য পানীয় জল, বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু গ্রামবাসীরা আর ফিরে আসতে চাননি। তবে তাঁরা বছরে একদিনের জন্য ফেরেন। সেটা হল লক্ষ্মীপুজোর দিন। উৎসবের আমেজে গ্রামের মানুষেরা ফিরে আসেন গ্রামে। চলে লক্ষ্মীর আরাধনা। পরদিন সকালে লক্ষ্মী প্রতিমার ভাসান হলেই সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। বেনা গ্রাম ফের হয়ে যায় জনশূন্য।

গ্রিন বাজিতে ‘কিউ আর কোড’ বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনিশ্চয়তা কাটিয়ে এবারও রাজ্যজুড়ে বাজি বাজার বসছে। এগরা থেকে মহেশতলা, একের পর এক বাজি কারখানার বিস্ফোরণ ও দুর্ঘটনার জেরে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছিল ঠিকই, তবে কালীপুজোর ১৪ দিন আগেই পশ্চিমবঙ্গ বাজি শিল্প উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সম্পাদক শুভঙ্কর মান্না জানিয়ে দিলেন, মূলত তামিলনাড়ুর শিবকাশি থেকে আসা ‘কিউ আর কোড’যুক্ত গ্রিনবাজির ওপর ভরসা রেখেই তারা রাজ্যে মোট ১০টি বাজি বাজার বসাচ্ছেন এবার। সেই বাজি বাজারগুলি হল— টালা পার্ক (কলকাতা), বেহালা ব্লাইন্ড স্কুল মাঠ (কলকাতা), বাইপাস কালিকাপুর মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারির বিপরীতের মাঠ (কলকাতা), শহিদ মিনার ময়দান (কলকাতা), ডুমুরজলা রিং রোড (হাওড়া), ঘাসবাগান (হাওড়া), মধ্য হাওড়া বাজি হাট (হাওড়া), শিলিগুড়ি (উত্তরবঙ্গ), পুরুলিয়া (দক্ষিণবঙ্গ), নবদ্বীপ (নদীয়া)। এ বছর রাজ্য ও কলকাতা পুলিশ এবং দমকলের তরফে রাজ্যের ৭৪১ জন বিক্রেতাকে বাজি বাজারে বাজি বিক্রির অনুমোদন বা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

গীবত থেকে কীভাবে বাঁচবে মুসলমান?

গীবতের রোগ থেকে আরোগ্যের উপায় হল গীবতকারী তার নিন্দাবাদের কারণে নিজেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির সামনে উপস্থাপন করবে। আর একথাটি ভালোভাবে জানবে যে, কিয়ামতের দিন গীবত তার নেকীগুলোকে গীবতকৃত ব্যক্তির দিকে স্থানান্তর করে দেবে। সে গীবতের মাধ্যমে যার সম্মান নষ্ট করেছে।

—লিখছেন আবদুল্লাহ আল-মা'রূফ

গীবত দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায়। গীবতের রোগ মারণব্যাধি ক্যান্সার অপেক্ষাও ভয়াবহ। ক্যান্সার মানুষের শরীর নিঃশেষ করে দেয়, আর গীবত কর্মফল ধ্বংস করে দেয়। দুনিয়াতে তাকে অপদস্থ করে এবং পরকালে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। অথচ আমরা নিত্যদিন গীবত করার মাধ্যমে আমাদের অতি আদরের দেহটাকে আগুনের খোরাক বানাচ্ছি। সুতরাং জীবদ্দশাতেই গীবত ও পরনিন্দা থেকে বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হবে। এই নিবন্ধে আমরা গীবত থেকে পরিত্রাণ লাভের কতিপয় উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

মানুষের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা

মানুষের দোষ-ত্রুটি যথাসম্ভব না জানার চেষ্টা করা উচিত। কারণ কারও ত্রুটি-বিচ্যুতি জানলেই তো সেটা অপরকে বলে ফেলার ক্ষেত্র তৈরি হয়। সালাফগণ কীভাবে অন্যের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করতেন, তা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ যথেষ্ট হবে। আবু আলী দাক্কাক রহ. বলেন, 'একবার হাতিম রহ.-কে এক মহিলা একটি মাসালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সে সময় অসতর্কতাবশত সেই মহিলার মুখ থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে যায়। ফলে মহিলাটি বেশ লজ্জায় পড়ে যান। তখন হাতিম রহ. বলেন, একটু জোরে বলুন। আসলে তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি কানে কম শোনেন। এই ভেবে মহিলাটি খুব খুশি হন যে, তিনি কিছু শুনতে পাননি। এই ঘটনার কারণে হাতিম রহ.-কে বধির বা শ্রবণশক্তিহীন উপাধি দেওয়া হয়। ফলে তিনি ইতিহাসে 'হাতিম আল-আসম' নামেই পরিচিত সুতরাং মানুষের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে হাতিম আল-আসম রহ.-এর ন্যায় হতে পারলে গীবতের অভ্যাস ত্যাগ করা যাবে।

নিজের ভুল-ত্রুটির দিকে অধিক মনোনিবেশ করা

মানুষ মাত্রেরই দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান। কারওটা প্রকাশ পায়, কারওটা পায় না। সেজন্য নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে অধিক চিন্তা করা উচিৎ, তাহলে ভুল সংশোধন সহজ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ''যদি তোমার বন্ধুর ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা মনে করতে চাও, তবে নিজের দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করো।''

বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী রহ. বলেন, ''যদি তোমরা কোনও ব্যক্তিকে এমন দেখো যে, সে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে গিয়ে শুধু অপর মানুষের দোষত্রুটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে, তবে জেনে রেখো! নিশ্চিতভাবে সে ধোঁকার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে।''

মূলত, অপরের ভুল-ত্রুটি থেকে

মুখ ফিরিয়ে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে মনোনিবেশ করতে পারা আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। আবুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, ''আল্লাহ যখন বান্দাকে পাপের লাঞ্ছনা থেকে আনুগত্যের সম্মানের দিকে বের করে আনতে চান, তখন নির্জনতায় তাকে ঘনিষ্ঠ করে নেন, অল্পে তুষ্ট রাখার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করেন এবং নিজের দোষ-ত্রুটির দিকেই তার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখেন। যাকে এই গুণ দেওয়া হয়েছে, তাকে যেন দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ দান করা হয়েছে।''

ইবনুস সাম্মাক রহ. বলেন, 'জিহ্বার সাহায্যে তুমি সচরাচর হিংস্রতা প্রদর্শন করে থাকো এবং গীবতের মাধ্যমে চারপাশের মানুষকে নির্মমভাবে ভক্ষণ করো। তুমি যুগ যুগ ধরে মানুষকে কষ্ট দিয়েছ। এমনকী তোমার এই হিংস্রতা থেকে কবরবাসীও রেহাই পায়নি। তুমি তাদেরও গীবত ও সমালোচনা করেছ। এই হিংস্রতা থেকে বাঁচার জন্য তোমাকে নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ের কোনও একটি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

▸▸ তুমি যখন তোমার ভাইয়ের এমন কোনও দোষ নিয়ে সমালোচনা করবে, যা তোমার মাঝেও বিদ্যমান, তখন চিন্তা করবে, একই বিষয়ে নিজের ও অন্যের সাথে দ্বৈত আচরণের কারণে তোমার রব তোমার সাথে কেমন আচরণ করবেন?

▸▸ তুমি যখন কোনও বিষয়ে কারও সমালোচনা করবে, তখন ভাববে এই বিষয়টি তোমার মধ্যে তার চেয়েও বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। এটা করতে পারলে অন্যের গীবত ও সমালোচনা থেকে বেঁচে থাকা অধিকতর সহজ হবে।

▸▸ যখন তুমি কোনও বিষয়ে অন্যের সমালোচনা করবে তখন চিন্তা-ভাবনা করবে যে, মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তোমাকে এই দোষ থেকে মুক্ত রেখেছেন। ফলে এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তুমি তার সমালোচনা থেকে মুক্ত রাখবে। তুমি কি এই নীতিবাক্যটি শোনোনি, '(কারও ত্রুটি দেখলে) তুমি তার প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ো। সেই সঙ্গে ওই সত্তার প্রশংসা করো, যিনি তোমাকে মুক্ত রেখেছেন।'

নিজের ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য না রেখে, অপরের দোষচর্চায় মানুষ লিপ্ত হয়। যেমন রাসূল সা. বলেন, 'তোমাদের কেউ অন্যের চোখের সামান্য ময়লা দেখতে পায় কিন্তু নিজের চোখের উটও (বড় ময়লা) দেখতে পায় না।'

আল্লাহর কাছে দোয়া করা

বান্দা নিজের অজান্তেই গীবতে লিপ্ত হয়। অনেক সময় দ্বীনদার ব্যক্তিদের মাধ্যমেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গীবত হয়ে যায়। তাই জিহবার হেফাজত অপরিহার্য। হাসান ইবনে সালেহ রহ. বলেন, 'আমি পরহেযগারিতা অনুসন্ধান করলাম। কিন্তু জিহ্বার চেয়ে কম পরহেযগারিতা অন্য কোনও অঙ্গে পেলাম না।'

এজন্য জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পাপ থেকে জিহবাকে হেফাযত করা অবশ্য কর্তব্য। আর এটা সহজসাধ্য নয়, বরং জিহবার হেফাযত ত্যাগ ও সাধনার ব্যাপার। মহম্মদ বিন ওয়াসে রহ. বলেন, 'দীনার-দিরহাম সংরক্ষণের চেয়ে জিহবার হেফাজত করা অত্যন্ত কঠিন।'

গীবত থেকে স্বীয় রসনাকে হেফাযত করা খুব কঠিন, তাই এই কঠিন ব্যাপারটি আল্লাহর সহযোগিতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই গীবত সহ জিহ্বার যাবতীয় পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর তাওফিক কামনা করতে হবে এবং তাঁর দরবারে দোয়া করতে হবে।

জান্নাতের অপরিসীম নিয়ামতসমূহ

জান্নাতের নিয়ামত অপরিসীম। এর বর্ণনাও রয়েছে কোরানে কারিমে। সেসব বর্ণনায় বলা হয়েছে—''তাদের জন্য রয়েছে চির বসন্তের জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নদী, সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকনে সজ্জিত করা হবে, সূক্ষ্ম ও পুরু রেশম ও কিংখাবের সবুজ বস্ত্র পরিধান করবে এবং উপবেশন করবে উঁচু আসনে বালিশে হেলান দিয়ে, চমৎকার পুরস্কার এবং সর্বোত্তম আবাস!'' (সূরা আল কাহাফ— ৩১)

''অবশ্য মুত্তাকিদের জন্য সাফল্যের একটি স্থান রয়েছে। বাগ-বাগিচা, আঙুর, নবযৌবনা সমবয়সী তরুণীবৃন্দ এবং উচ্ছ্বসিত পানপাত্র। সেখানে তারা শুনবে না কোনও বাজে ও মিথ্যা কথা। প্রতিদান ও যথেষ্ট পুরস্কার তোমাদের রবের পক্ষ থেকে।'' (সূরা আন নাবা— ৩১-৩৬)

''কিছু চেহারা সেদিন আলোকোজ্জ্বল হবে। নিজেদের কর্ম সাফল্যে আনন্দিত হবে। উচ্চ মর্যাদার জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে কোনও বাজে কথা শুনবে না। যেখানে থাকবে বহমান ঝরণাধারা। সেখানে উঁচু আসন থাকবে, পানপাত্রসমূহ থাকবে। সারি সারি বালিশ সাজানো থাকবে এবং উৎকৃষ্ট বিছানা পাতা থাকবে।'' (সূরা আল গাশিয়া— ৮-১৬)

''আর হে নবি! যারা এ কিতাবের ওপর ইমান আনবে এবং (এর বিধান অনুযায়ী) নিজেদের কার্যধারা সংশোধন করে নেবে তাদেরকে এই মর্মে সুখবর দাও যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা। সেই বাগানের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতোই হবে। যখন কোনও ফল তাদের দেওয়া হবে খাবার জন্য, তারা বলে উঠবে, এ ধরনের ফলই ইতোপূর্বে দুনিয়ায় আমাদের দেওয়া হত। তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।'' (সূরা আল বাকারা— ২৫)

''যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বাগান, তার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে। পবিত্র স্ত্রীরা হবে তাদের সঙ্গিনী এবং তারা লাভ করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কর্মনীতির ওপর গভীর ও প্রখর দৃষ্টি রাখেন।'' (সূরা আলে ইমরান— ১৫)

''(এ কাজ তিনি এ জন্য করেছেন) যাতে ইমানদার নারী ও পুরুষদেরকে চিরদিন অবস্থানের জন্য এমন জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তাদের মন্দ কর্মসমূহ দূর করবেন। এটা আল্লাহর কাছে বড় সফলতা।'' (সূরা আল ফাতহ— ৫)

''দৌড়াও এবং একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো তোমার রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের মতো। তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সে লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।'' (সূরা আল হাদিদ— ২১)

''(হে নবি!) আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। কাজেই তুমি নিজের রবেরই জন্য নামাজ পড়ো ও কোরবানি করো। তোমার দুশমনই শিকড় কাটা।'' (সূরা আল কাউসার— ১-৩)

(শেষ)

ইসলাম ধর্মে ঠকবাজি, প্রতারণা এবং ওজনে কম দেওয়ার শাস্তি

নূর মুহাম্মাদ নূর বদি

সব প্রশংসা মহান আল্লাহতায়ালার জন্য। অসংখ্য সালাত ও সালাম রসুল সা.-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবিদের ওপর। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরানে প্রতারণা ও প্রতারক, উভয়ের ব্যাপারে কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন এবং তাদের জন্য অবধারিত ধ্বংসের ঘোষণা করেছেন। এই সংক্রান্ত স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় পবিত্র কালামের এই আয়াতে— ''ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা মানুষের থেকে মেপে নেওয়ার কালে পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদের জন্য মাপে বা ওজন করে, তখন কম দেয়।'' (সূরা মুতাফফিফিন— ১-৩)

যারা ঠগবাজি করে, মাপে ও ওজনে মানুষকে কম দেয়, তাদের জন্য এই আয়াত এক কঠিন ঘোষণা। সুতরাং যারা পুরোটাই চুরি করে, আত্মসাৎ করে এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তুতে ঠকায়, তাদের কী কঠিন অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। মাপে ও ওজনে কম প্রদানকারীর তুলনায় এরা আল্লাহপাকের শাস্তির অধিক ভাগিদার, এতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহর নবি শুয়াইব আ. তাঁর সম্প্রদায়কে মানুষের প্রাপ্য বস্তুতে ঠকানো এবং মাপে ও ওজনে কম প্রদানে সতর্ক করেছেন, যেমন আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন।

এমনিভাবে আমাদের নবি মহম্মদ সা. প্রতারণা থেকে সতর্ক করেছেন এবং প্রতারকের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। একবার নবি সা. খাবারের এক স্তূপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি খাবারের স্তূপে হাত প্রবেশ করালেন, তাঁর আঙুলগুলো ভিজে গেল। তাই তিনি বললেন, ''হে খাবারওয়ালা, এটা কী? সে বলল, হে আল্লাহর রসুল, তাতে বৃষ্টির পানি পড়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কি তা খাবারের ওপরে রাখতে পারলে না, যাতে মানুষ তা দেখে? যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।''

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, ''যে আমাদের সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।''

অপর রেওয়ায়েতে আছে, ''সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে প্রতারণার আশ্রয় নেয়।'' (মুসলিম)

▸▸ প্রতারণার সংজ্ঞা

প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ মুনাভী বলেন, প্রতারণা হচ্ছে ভালোর সঙ্গে মন্দের মিশ্রণ ঘটানো। অপর এক হাদিস ব্যাখ্যাকার ইবনে হাজর আল-হায়সামী বলেন, নিষিদ্ধ প্রতারণা হচ্ছে, পণ্যের মালিক তার পণ্যের এমন দোষ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যে, যদি তার গ্রাহক এ সম্পর্কে অবগত হয়, তবে সে তা গ্রহণ করতে কোনওভাবেই সম্মত হবে না। কাফাভী বলেন, প্রতারণা হচ্ছে অন্তরের কালোত্ব, মুখমণ্ডলের মলিনতা। এ কারণেই হিংসা ও বিদ্বেষকেও 'প্রতারণা' শব্দে বর্ণনা করা হয়।

▸▸ প্রতারণার বাহ্যিক রূপ

আমরা নানাভাবে প্রতারণা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আছি। এর ভয়াল ছোবল আমাদের ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলছে। সমাজিক প্রতারণার যে কয়টি বাহ্যিক রূপ সচরাচর আমরা দেখতে পাই, নিচে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

▸▸ কেনা-বেচার ক্ষেত্রে প্রতারণা

মুসলমানদের কেনা-বেচায়, তাদের বাজার ব্যবস্থায় প্রতারণা কী প্রকট রূপ ধারণ করেছে, ধীরে ধীরে তা কতটা ভয়াবহ অবস্থায় উপনীত হচ্ছে, তা বলা বাহুল্য। প্রতারণা বিভিন্নভাবে এই সমাজে এখন হাজির হচ্ছে, কখনও স্বয়ং পণ্যে প্রতারণা করা হচ্ছে, কখনও তার শাখা-প্রশাখায় কিংবা সংখ্যায়। আবার কখনও তার ওজনে, তার মৌলিক গুণাগুণে, অথবা তার উৎস গোপন করে তাতে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে।

▸▸ বিবাহে প্রতারণা

সামাজিক মেলবন্ধনের পবিত্র একটি অঙ্গ বিবাহ-শাদিতেও আজকাল প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। এই প্রতারণাগুলোর ধরন ও প্রক্রিয়া মানুষের খুবই নিম্নরুচির প্রকাশ ঘটায়। অহরহ আমরা যে ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছি, তা হচ্ছে, এক বোনকে দেখিয়ে ভিন্ন বোনকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেলে কিংবা মেয়ের দোষত্রুটি গোপন করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একে মোটেই পাপ মনে করা হচ্ছে না। পাত্রীকে দেখতে চাওয়া হলে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে এমনভাবে প্রদর্শন করা হচ্ছে, যা মোটেই কাম্য নয়। সাজসজ্জার বাহুল্য করে তার আসল রূপকে ঢেকে রাখা হচ্ছে। ফলে বর প্রতারিত হচ্ছে। এগুলো সমাজের অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে, অথচ মানুষ এর পাপের দিকটির কথা ভুলে যাচ্ছে বেমালুম।

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

কবিতা ও ছড়া

রক্তে রাঙা ফিলিস্তিনি

ডাঃ নূরুল ইসলাম মোল্লা

রক্তে রাঙা ফিলিস্তিনে
আলআকসা যে আল্লার ঘর
ইমানদারদের হৃদয় মণি
দুরে থাকলেও নয়কো পর ।

ইজরায়েলের আক্রমণে
লাখো মানুষ হচ্ছে ক্ষয়
মোমিন সমাজ ইমান রাখে
নিশ্চিত আল্লাহ করবে জয়।

অনেক নবির পরশ হেথা
বিরান কেমনে হবে ভাই
প্রথম কেবলা বিশ্ববাসীর
আমরা তাকে ভুলি নাই ।

আল্লাহু আকবার তোলো ধ্বনি
বিশ্বের ওরে মুসলমান
জেহাদ করে শহিদ হচ্ছে
সুখের জীবন করছে দান ।

হে দয়াময় সফল করো
রক্ষা করো সকল প্রাণ
আবাবিলের সহায় দিয়ে
উড়িয়ে দাও জয় নিশান ।

আলোর জন্য

মোঃ মহসীন মল্লিক

আর কতকাল ঘুমাবি ওরে বেহুঁশ গাফিল মুসলমান
মহান ব্রতে দীক্ষা নিয়েরে কর না কবুল এবার জান।
দ্যাখনা চেয়ে বিশ্বমাঝে সব জাতিরাই অগ্রগামী
তোরাই এখন বিশ্বমাঝে রইলি কেন পিছু থামি।

শান্তি-সাম্যি-মৈত্রী-ঐক্যের এবং ক্ষমার গোলাপ ফুল
ফুটিয়ে তোরাই পুনরায় কেন করলি বলনারে ভুল।
তোদের পবিত্র আলকুরান আলোকের পতাকাবাহী।
এমন মহৎ গ্রন্থ পেয়েও কেন ছাড়লি না গুমরাহী?

কুরান-হাদিস তাক থেকে পেড়ে মনটা দিয়ে পড় না ফের
পৃথিবী শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে মেটানা ভুলেরও জের।
শৌর্যে-বীর্যে, শিক্ষা-দীক্ষাতে বাড়াতে জাতির মান
দ্বীনের জন্য,আলোর জন্য, কবুল করনারে ভাই এই জান।

আশায় বাঁচি

শেখ সিরাজ

অনেক শোষণের রাত
নিশ্চল পাষাণের মতো
বুকের পাঁজরের খাঁচায়
করে গেছে গভীর ক্ষত।
শ্বাস নিতে কষ্ট হয়
তবু চলি
তবু বলি
জানি রাত পোহালেই
সূর্যোদয় হবেই।
সোনালি স্বপ্নের আশায় বাঁচি
সূর্য খেলে দেখি কানামাছি।
কৃষ্ণচূড়ার লাল পাপড়ি
খোঁপায় গুঁজে সে আসবে
আহা কী সুন্দর লাগবে তাকে
আমার চোখের সামনে ভাসবে।
সান্ত্বনা আমার বাঁচার শপথ
নিভে যাওয়া দীপশিখা
ক্রমশ উজ্জ্বল হবে।

ঢং

এন হুদা

মেসি কাটিং কাটছে চুল
ছেলে-বুড়ো-ধাড়ি
গর্দানে চুল উপরে তোলা
হেসে ঢোকে বাড়ি।

লাল-হলুদে মিশিয়ে কালার
'আই লাভ ইউ'-এর শখ
ভাবছে তারা আমায় দারুণ
তাই হেঁটে চলে রক।

প্রেম কাতুরে ছেলে-মেয়ে
করছে এখন কী?
সভ্য মানুষ বলছে দেখে
ছিঃ - ছিঃ - ছিঃ !!

লজ্জা শরম কোথায় গেল
মেয়েরা পরে প্যান্ট
কোবাদ চাচার ছেলে-মেয়েদের
ফ্যাশানে দেয়নি গ্যান্ট।

চাঁদ থেকে জন্ম, পৃথিবীর আছে একটি অর্ধেক উপগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চাঁদ আর একা নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুঁজে দিলেন চাঁদের এক সঙ্গীকে। চাঁদ থেকেই জন্ম হয়েছিল এক গ্রহাণুর। তা এখন অর্ধেক উপগ্রহ! প্রতি বছর একবার দেখা যায় পৃথিবীর আকাশে। বছরের নির্দিষ্ট সময়েই আবির্ভূত হয় পৃথিবীর ওই অর্ধেক উপগ্রহ। সম্প্রতি এক গবেষণায় কোয়াসি উপগ্রহ বা অর্ধেক এই উপগ্রহ নিয়ে বিশদ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

নাম কামোওয়ালেওয়া। হাওয়াইয়ের ভাষায় যার অর্থ হল দোদুল্যমান খণ্ড। আয়তনে নাগরদোলার মতো। প্রতি বছর এপ্রিল মাস এলেই আকাশে আবির্ভাব ঘটে তার। নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে তা পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। চাঁদের মতোই তার চরিত্র। তবে কামোওয়ালেওয়া গ্রহাণুটি মহাশূন্যের গভীর থেকে আচমকা উদয় হয়নি। চাঁদ থেকে ছিটকে আসা প্রস্তরখণ্ডই হল ওই গ্রহাণু। সম্প্রতি এমনটাই দাবি করা হয়েছে বিজ্ঞানী-গবেষকদের পক্ষ থেকে।

প্রতি বছর এপ্রিল মাসে পৃথিবী থেকে ৯০ মাইল দূরত্বে উদয় হয় সেটি। আয়তনে প্রকাণ্ড নাগরদোলার সমান। এতদিন ধরে সেটিকে পর্যবেক্ষণ করে বিশদ তথ্য প্রকাশ করলেন বিজ্ঞানীরা।

২০১৬ সালে কামোওয়ালেওয়া নামের ওই গ্রহাণুটির হদিশ পান বিজ্ঞানীরা। সেটির উৎপত্তি নিয়ে এতদিন অন্ধকারে ছিলেন বিজ্ঞানীরা। গবেষণা চলাকালীন ২০২১ সালে জানা যায়, ওই গ্রহাণুর সঙ্গে চাঁদের গঠনগত মিল রয়েছে। সেই দাবিতে এবার সিলমোহর পড়ল। গত ২৩ অক্টোবর কমিউনিকেশন্স আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট নামের জার্নালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ওই গ্রহাণুটিকে চাঁদের খণ্ড বলে দাবি করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রাচীনকালে গ্রহাণু আছড়ে পড়াতেই চাঁদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে থাকবে ওই প্রস্তরখণ্ডটি। শুধুমাত্র কামোওয়ালেওয়াই নয়, এমন আরও একাধিক প্রস্তরখণ্ড, চাঁদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে গবেষণাপত্রটিতে।

ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনার গ্রহবিজ্ঞান বিভাগের বিজ্ঞানী তথা গবেষণাপত্রের লেখিকা রেণু মালহোত্র বলেন, কামোওয়ালেওয়া গ্রহাণুটি চাঁদেরই অংশ বলে প্রমাণের চেষ্টা করছি আমরা। কামোওয়ালেওয়া গ্রহাণুটিকে ঘিরে কৌতূহলের নেপথ্যে রয়েছে একটি ঘটনা। পৃথিবীর কাছাকাছি ঘুরতে থাকাটি ওই গ্রহাণুর উপর প্রথম নজর পড়ে বিজ্ঞানীদের। পৃথিবীকেই সেটি প্রদক্ষিণ করছে বলে প্রথমে ধারণা জন্মায় বিজ্ঞানীদের। পরে দেখা যায়, সেটি আসলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, অর্থাৎ সেটি একটি কোয়াসি উপগ্রহ বা অর্ধেক উপগ্রহ। যে সময়কাল ধরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে সে, তা পৃথিবীরই সমান। সাধারণত গ্রহাণুরা কয়েক দশক ধরেই পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান করে। কিন্তু কামোওয়ালেওয়া গ্রহাণুটি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর কাছাকাছি রয়েছে।

এই অস্বাভাবিকতাই বিজ্ঞানীদের বিষয়টি নিয়ে গবেষণার দিকে ঠেলে দেয়। তাতে তার বর্ণচ্ছটার সঙ্গে চাঁদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চাঁদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গ্রহাণুরা একদিন না একদিন চাঁদের মাটিতেই আছড়ে পড়বে, নইলে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসবে বলেই এতদিন ধারণা ছিল বিজ্ঞানীদের। কিন্তু কামোওয়ালেওয়া সেই দিক থেকে আলাদা। কারণ সেটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে না। প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকে। চাঁদ থেকে এত দূরে কী করে ছিটকে গেল গ্রহাণুটি, আপাতত তার কারণ খুঁজে বের করতে ব্যস্ত বিজ্ঞানীরা।

চাঁদের বয়স কত জানেন? সব বাতলে দিল একখণ্ড পাথর

নিজস্ব প্রতিনিধি: চাঁদ মামার বয়স হয়েছে! মানে ঠিক যতটা বুড়ো মনে করা হত, তার থেকেও খানিকটা বেশি বুড়ো হয়েছে চাঁদ মামা। ১৯৭০-এর দশকে, মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার অ্যাপোলো মিশন এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। তারা চাঁদের পাথরের নমুনা পৃথিবীতে এনেছিল। এগুলি বহুবার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু এবার নতুন এক বিশ্লেষণে এমন কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা অবাক করেছে বিজ্ঞানীদেরও। এতদিন যে বয়স জানা গিয়েছিল। তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এতদিন চাঁদের বয়স অনুমান করা হয়েছিল ৪.৪২ বিলিয়ন বছর। তবে এবার নতুন মূল্যায়ন অনুসারে, চাঁদ তার বর্তমান বয়সের চেয়ে ৪০ মিলিয়ন বছর বড়। অর্থাৎ চাঁদের বয়স এখন যা মনে করা হয় তার চেয়ে ৪ কোটি বছর কমপক্ষে বেশি।

তবে আসল বয়স কত?

ফিল্ড মিউজিয়াম এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের এই গবেষণাটি জিওকেমিক্যাল পারস্পেকটিভ লেটারস জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং গবেষণার প্রধান লেখক ডঃ জেনিকা গ্রিয়ার এই নমুনার বিশেষত্ব নিয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছেন। ডক্টর গ্রিয়ার জানান, এটি এখনও পর্যন্ত পাওয়া চাঁদের সবথেকে প্রাচীন পাথরের নমুনা। এটি থেকে পৃথিবী সম্পর্কেও অনেক তথ্য পাওয়া যাতে পারে। চাঁদের সঠিক বয়স জানতে পারলে চাঁদের ইতিহাস এবং পৃথিবীর বিকাশ সম্পর্কেও অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে।

কীভাবে এই নতুন গবেষণা করা হল?

এই গবেষণায় অ্যাটম প্রোব টমোগ্রাফি নামে একটি নতুন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। এতে লেজারের মাধ্যমে পাথরের পরমাণুগুলিকে বাষ্পীভূত করা হয় এবং তারপর নির্দিষ্ট পরমাণু পরীক্ষা করা হয়। গবেষণাপত্রটির সহ-লেখক এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিলিপ হেক জানান, চাঁদ ছাড়া পৃথিবীকে অনেকটাই আলাদা দেখাবে। তাই চাঁদ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য বিশ্ববাসীর জানা প্রয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনও এই তত্ত্বের অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাননি। তার মধ্যে চাঁদ তৈরি হতে কত সময় লেগেছে, আর কতদিন এর অস্তিত্ব রয়েছে, এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীতে জল এল কোথা থেকে জানিয়ে দিল গ্রহাণু 'বেন্নু'

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহকাশ থেকে সংগ্রহ করে আনা এই নমুনা সোনা এবং রুপোর চেয়েও বেশি মূল্যবান। প্রায় ৭৫০ গ্রামের এই নমুনা পেতে ১.১৬ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১০৫ কোটি টাকা) খ রচ করেছে। বেন্নুর এই নমুনা ৪.৬ বিলিয়ন বছরের পুরনো। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বেন্নুকেই কেন বেছে নিল? আর এই গ্রহাণুর জন্য পৃথিবীতে কী প্রভাব পড়েছে?

গ্রহাণু 'বেন্নু' থেকে সংগ্রহ করা নমুনার প্রথম ছবি প্রকাশ করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। এই নমুনাটি নাসার ওসিরিসি-রেক্স মিশনের সাহায্যে পৃথিবীতে আনা হয়েছিল। এই মহাকাশযানটি ২০২০ সালে বেন্নুর নমুনা আনতে পাঠানো হয়েছিল। সে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করেছে। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে অর্থাৎ চলতি অক্টোবরের শুরুর দিকে ওসিরিসি-রেক্স ক্যাপসুল নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। এই ক্যাপসুলটি আমেরিকার উটাহ মরুভূমিতে অবতরণ করেছে। বিজ্ঞানীদের মতে, সংগ্রহ করে আনা এই নমুনা সোনা এবং রুপোর চেয়েও বেশি মূল্যবান। প্রায় ৭৫০ গ্রামের এই নমুনা পেতে নাসা ১.১৬ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১০৫ কোটি টাকা) খরচ করেছে। বেন্নুর এই নমুনা ৪.৬ বিলিয়ন বছরের পুরনো। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বেন্নুকেই কেন বেছে নিল? আর এই গ্রহাণুর জন্য পৃথিবীতে কী প্রভাব পড়েছে?

নাসার তরফে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি কালো ধুলো ও ভাঙা পাথরের মিশ্রণ। ওজনে প্রায় ২৫০ গ্রাম। নাসা মনে করেছিল, বেন্নুতে প্রচুর জৈব যৌগ রয়েছে। আর তার নমুনা আনলে, অনেক কিছু জানা যাবে। বেন্নুর কক্ষপথ মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এতে রাউন্ড ট্রিপ মিশনকে সহজ করে তুলেছিল। ফলে সময় মতো নমুনা নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

বেন্নুর এই নমুনা থেকে কী পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা?

মহাকাশযান দ্বারা সংগৃহীত এই নমুনাকে বেশ কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা করে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। যানটিতে একটি চেম্বার রয়েছে। আর একটি ক্যাপসুল। বিজ্ঞানীদের মতে, এখনও পর্যন্ত শুধু চেম্বারের নমুনাই পরীক্ষা করা হয়েছে। ক্যাপসুলটিকে খোলা হয়নি। তবে তাঁদের মতে, ক্যাপসুলে যে পরিমাণ নমুনা আছে, তা একটি চা চামচের সমান হবে। চেম্বারের নমুনা নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বেন্নুতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন রয়েছে। আর কার্বন ছাড়াও নমুনায় জল রয়েছে। বেন্নু থেকেই পৃথিবীতে জলের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। বেন্নু গ্রহাণু থেকে প্রচুর পরিমাণ খনিজ ৪ থেকে ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিল। আর সেই থেকেই জলের উৎপত্তি হয়েছে পৃথিবীতে। এবার শুধু ক্যাপসুলের নমুনা পরীক্ষা করার অপেক্ষা।

পৃথিবীর গায়ে 'কালো ছোপ'! 'অভূতপূর্ব' দৃশ্য বন্দি নাসার ক্যামেরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৪ অক্টোবর আকাশে দেখা যায় এক বিরল দৃশ্য। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বেশ কিছু জায়গার স্থানীয়রা এই বিরল দৃশ্যের সাক্ষী ছিল। শনিবার আমেরিকার বেশিরভাগ অংশে 'রিং অফ ফায়ার' সূর্য গ্রহণ আংশিক দৃশ্যমান হয়।

মহাকাশীয় ঘটনার সময়, মহাকাশ থেকে পৃথিবী কেমন দেখায় তার একটি মন্ত্রমুগ্ধকর ছবি শেয়ার করেছে নাসা। ছবিতে, চাঁদ থেকে ছায়া বা আমব্রা, কর্পাস ক্রিস্টির কাছে টেক্সাসের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলজুড়ে পড়তে দেখা যায়। নাসা আর্থ এক্স-এ ছবিটি শেয়ার করেছে। ছবিটি গ্রহণের সময় আর্থ পলিক্রোম্যাটিক ইমেজিং ক্যামেরা ও ডিপ স্পেস ক্লাইমেট অবজারভেটরি এয়ার ফোর্স স্যাটেলাইট থেকে একযোগে ছবিটি তুলেছে। প্রায় ছয় ঘন্টা ধরে সূর্যগ্রহণটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার অনেক দেশে দৃশ্যমান ছিল। শনিবার চাঁদ সূর্যের সামনে অবস্থান করবে, যার কারণে এর বেশিরভাগ অংশই লুকিয়ে থাকবে কিন্তু একটি দর্শনীয় বৃত্ত বা বলয় দেখা যাবে। জানা যায়, চাঁদ যখন পৃথিবী থেকে তার দূরতম বিন্দুতে সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে চলে যায় সেই সময় একটি বৃত্তাকার সূর্যগ্রহণ ঘটে। এই কারণে চাঁদ পুরোপুরি সূর্যকে ঢেকে রাখতে পারে না, যার কারণে আকাশে সূর্যের আলোর একটি পাতলা বৃত্ত বা 'আগুনের বলয়' দৃশ্যমান হয়। সম্পূর্ণ সূর্যগ্রহণ তখনই ঘটে যখন চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে থাকে।

নাসার তরফে জানানো হয়েছিল, আবহাওয়া অনুকূল থাকলে ওরেগন, নেভাদা, উটাহ, নিউ মেক্সিকো, টেক্সাস ও ক্যালিফোর্নিয়ার কিছু অংশে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আংশিক সূর্যগ্রহণের গড় সময় হবে চার থেকে পাঁচ মিনিট। আটলান্টিক মহাসাগরে সূর্যাস্তের সময় আংশিক সূর্যগ্রহণ শেষ হবে।

খেলতে খেলতেই মৃত্যু আইস হকি খেলোয়াড়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলতে খেলতে আঘাত পেয়ে খেলোয়াড়ের হঠাৎ মৃত্যু আবারও নাড়িয়ে দিল ক্রীড়াক্ষেত্রকে। এবার এমনই একটি অঘটন ঘটল 'আইস হকি' খেলায়। খেলার মাঝে হঠাৎ মৃত্যু হল এক যুব খেলোয়াড়ের। যার ফলে বাতিল করে দেওয়া হয় সেদিনের জন্য খেলাটি। স্তব্ধ হয়ে যায় উপস্থিত দর্শকরা। যে ঘটনা একেবারেই কাম্য নয় সেই ঘটনারই সাক্ষী হল সকলে। খেলার মাঠে মাত্র ২৯ বছর বয়সেই থেমে গেল অ্যাডাম জনসনের পথচলা। শেফিল্ড স্টিলার্স ইউটিলিটা এরিনাতে দ্বিতীয় পিরিয়ডের চ্যালেঞ্জ কাপ গেম চলাকালীন তাঁর ঘাড় কেটে যায়। তাঁর ক্লাবের তরফ থেকে জানানো হয়, 'আমরা নটিংহ্যাম প্যান্থাররা খুবই মর্মাহত হয়েছি শেফিল্ডে খেলা চলাকালীন অ্যাডামের হঠাৎ মৃত্যুতে। আমরা সব খেলোয়াড়, স্টাফ, ম্যানেজমেন্ট এবং কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় দুঃখ পেয়েছি। এছাড়াও আমরা ম্যাচ দেখতে আসা উপস্থিত সমস্ত দর্শকদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমরা বুঝতে পারছি ভালো করেই যে তাদের কতটা ক্ষতি হয়েছে এটার জন্য।'

এছাড়াও ক্লাবের তরফ থেকে অ্যাডামের প্রশংসা করা হয়। তাঁদের বক্তব্য, 'অ্যাডাম শুধুমাত্র একজন ভালো খেলোয়াড় নন, একজন ভালো সতীর্থও। খুব ভালো মনের একজন মানুষ ছিল ও। ওর মৃত্যু আমাদের খুব ব্যথা দিয়েছে। আমাদের ক্লাব ওকে খুব মিস করবে। আমরা কোনদিনও ওকে ভুলতে পারব না।' উল্লেখ্য, মৃত অ্যাডাম জনসনের জন্ম মিনেসোটাতে। তিনি প্রথমে 'পিটসবার্গ পেঙ্গুইন্স'এর হয়ে ন্যাশনাল হকি লিগ খেলেছিলেন। এরপর ২০২০-২১ সালে তিনি সুইডেনের মাল্ম রেডহক্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও ২০২৩-২৪-য়ে নটিংহ্যাম প্যান্থারদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে, তিনি কানাডার ওনটারিও রেন ও জার্মানির অক্সবার্গ প্যান্থারদের হয়ে খেলতেন।

ভারতের জার্সিতে সবথেকে বেশি জয়! শচীনের অনন্য নজির ছুঁলেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে হারিয়ে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২৩-এর সেমিফাইনালে প্রায় জায়গা নিশ্চিত করে ফেলেছে ভারত। লখনউয়ের একনা স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে, ভারত প্রথমে ব্যাট করে ২২৯/৯ রান করে এবং তারপরে ইংল্যান্ডকে ১২৯ রানে অলআউট করে দেয়। এই ম্যাচে ভারতীয় তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি খ াতা না খুলেই আউট হন। তবে এক রান না করতে পারলেও কোহলি বিরাট এক কৃতিত্ব নিজের নামে করে নিয়েছেন।

কিং কোহলি এমন একটি রেকর্ড গড়েছেন যা এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র মহান ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকরের নামেই রয়েছে। ভারতের এদিনের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট 'ক্রিকেটের ঈশ্বর' হিসেবে পরিচিত কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকরের মর্যাদাপূর্ণ রেকর্ডের সমান করেছেন। আসলে, এখন বিরাট কোহলি এবং শচীন তেন্ডুলকর দুজনেই এমন খেলোয়াড় হয়ে উঠেছেন যারা ভারতের হয়ে সবথেকে বেশি ম্যাচ জিতেছেন এবং সবথেকে বেশি বিশ্বকাপ জয়ের অংশ হয়েছেন।

শচীন এবং বিরাট যারা এখনও পর্যন্ত ভারতীয় দলের হয়ে ৩০৭টি ম্যাচে জয়ী হয়েছেন এবং ২৭টি বিশ্বকাপ ম্যাচ জিতেছে। আমরা আপনাকে বলি যে সচিনের সর্বাধিক ওয়ানডে সেঞ্চুরির রেকর্ডের সমান করতে বিরাটের আর মাত্র একটি সেঞ্চুরি দরকার, এই রেকর্ডটি এই টুর্নামেন্টেই ভাঙতে পারেন তারকা ব্যাটসম্যান।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে সকলেই বিরাট কোহলির ৪৯তম সেঞ্চুরির জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সেঞ্চুরি করা অনেক বড় ব্যাপার, কিন্তু বিরাট কোহলি তার খাতাও খুলতে পারেননি। বিরাট কোহলি ৯ বল মোকাবেলা করে কোনও রান না করেই প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। এদিন বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারে প্রথমবার শূন্য রানে আউট হলেন বিরাট কোহলি। একই সঙ্গে শূন্য রানে আউট হওয়ার ক্ষেত্রে শচীন তেন্ডুলকরের সমান করেছেন বিরাট কোহলি।

আসলে, ৫১৩টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের ৫৬৯ ইনিংসে ৩৪তম বার শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন বিরাট কোহলি। যেখানে শচীন ৬৬৪ ম্যাচের ৭৮২ ইনিংসে ৩৪ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন জাহির খান। জাহির খান ৩০৯টি ম্যাচের ২৩২টি ইনিংসে ৪৩ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে আছেন ইশান্ত শর্মা, ১৯৯টি ম্যাচের ১৭৩ ইনিংসে খাতা না খুলে চল্লিশবার প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন তিনি। হরভজন সিং ৩৭ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন।

শামির মধ্যে কপিলকে খুঁজে পান গাভাসকর

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবারের মেগা ম্যাচে বোলারদের দাপটে জয় পেয়েছে ভারত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২২ রানের মাথায় ৪ উইকেটের দেখা পান মহম্মদ শামি। একের পর এক উইকেট নিয়ে ইংরেজ শিবিরে ভয় ধরিয়ে দেন 'সহেসপুর এক্সপ্রেস।' ভারতের এই সাফল্যের পর শামির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্রিকেট বিশ্ব। এই তালিকায় রয়েছেন ভারতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকরও। তিনি অকপটে জানালেন, শামিকে দেখে তাঁর কপিল দেবের কথা মনে পড়ে যায়। আর কী বলছেন সানি? বিস্তারিত জেনে নিন।

আধুনিক ক্রিকেটে ২২৯ রান এমন কিছু বড় বিষয় নয়। তবে ১০০ রানের ব্যবধানে জেতা সত্যিই প্রশংসনীয়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতকে এই জয়ের স্বাদ এনে দেন ভারতীয় বোলাররা। ভারতের এই পারফরম্যান্সে আবেগে ভাসছেন গাভাসকর। জয়ের পর তিনি জানান, শামিকে দেখলে তাঁর কেবলই কপিল দেবের কথা মনে পড়ে যায়। শামির স্পেল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সানি বলেন, ''শামিকে দেখে আমাদের সময়ের কথা মনে পড়ে যায়। কপিল যেমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেটে বোলিং করত, শামিও সেভাবেই প্রতি ম্যাচের আগে নিজেকে তৈরি করে নেয়। এই পারফরম্যান্সের পিছনে অনেক কঠোর পরিশ্রম রয়েছে ওর।'' শামির ফিটনেসে মজেছেন গাভাসকর। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলতে শোনা যায় , ''আমার জানা নেই শামি জিম করে কি না। সারাদিন কেউ জিম করতেই পারেন। তবে দিনের শেষে শামি যেটা করে সেটাই আসল। নিজেকে ফিট রাখতে একশো শতাংশ সময় দেয় ও। ওটাই ওর বিশেষত্ব।'' শুধু সামির বোলিংই নয়, তাঁর উইকেট পাওয়ার পর সেলিব্রেশনের সঙ্গেও 'হরিয়ানা হ্যারিকেন'-এর মিল পান সানি।

পদকের সেঞ্চুরি ভারতের প্যারা এশিয়ান গেমসে যুবশক্তির জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের এশিয়ান গেমসে পদক তালিকায় রেকর্ড গড়েছে ভারত। মোট ১০৭টি পদক সংগ্রহ করেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। এই পারফরম্যান্সে খুশি গোটা দেশ। চিনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে ভারতীয় অ্যাথলিটদের এই পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছে। এশিয়ান গেমস শেষ হয়েছে বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। এই মুহূর্তে চলছে প্যারা এশিয়ান গেমস। সেখানেও সাফল্য পাচ্ছে ভারত। এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে ১০০টি পদক ইতিমধ্যেই জিতে নিয়েছে ভারত। স্বাভাবিকভাবেই খুশি গোটা দেশ। প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে ভারতীয় অ্যাথলিটদের এই সাফল্য প্রশংসা পেয়েছে সব মহলে। হবে নাই বা কেন, এবারের এশিয়াডে ভারত দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে। তাঁর প্রমাণ হাতে-নাতে পাওয়া গিয়েছে।

প্যারা এশিয়ানে ভারতের এই সাফল্যে অ্যাথলিটদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী। আজ অর্থাৎ ২৮ অক্টোবর শনিবার টুইট করে তিনি লেখেন, 'প্যারা এশিয়ান গেমসে ১০০টি পদক! অতুলনীয় আনন্দের মুহূর্ত। এই সাফল্য আমাদের ক্রীড়াবিদদের প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম এবং সংকল্পের ফল। এই অসাধারণ মাইলফলক আমাদের হৃদয়কে অপরিসীম গর্বে পূর্ণ করে। আমি আমাদের অবিশ্বাস্য ক্রীড়াবিদ, কোচ এবং তাদের সঙ্গে কাজ করা প্রত্যেককেই গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।'

এখানেই থামেননি তিনি। আরও লেখেন, ''এই জয় আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে। তারা এমনভাবে নিজেদের সেরাটা দেয়, যে এটা বোঝা গিয়েছে, কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। ভারতীয় অ্যাথলিটদের এই পারফরম্যান্সে গোটা দেশ খুশি।'' এখনও পর্যন্ত এই প্যারা এশিয়ান গেমসে ভারতের সংগ্রহের তালিকায় রয়েছে ২৫টি সোনা, ২৯টি রুপো এবং ৪৬টি ব্রোঞ্জ। স্বাভাবিক ভাবেই এই ভারতীয় প্যারা অ্যাথলিটদের এই পারফরম্যান্স গোটা দেশকে মুগ্ধ করেছে। তেমনই এবারের প্যারা এশিয়াড থেকেও আরও বেশ কয়েকটি পদক আসতে পারে।

দুটো হাত নেই, দু-দুটো সোনা জিতলেন শীতল এশিয়ান গেমসে ইতিহাস কাশ্মীরের মেয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুটো হাত নেই ১৬ বছরের মেয়ের। জম্মু-কাশ্মীরের লোই ধর গ্রাম ফোকোমেলিয়া রোগের নামটা শোনেনি। বিরল রোগে আক্রান্ত সেই মেয়েই যে বিরল ইতিহাস তৈরি করবেন, কে জানত! এশিয়ান প্যারা গেমসের আর্চারি থেকে দুটো সোনা-সহ পদকের হ্যাটট্রিক করে ইতিহাস তৈরি করে ফেললেন শীতল দেবী। শুধু কি তাই, বিশ্ব আর্চারিতে তিনিই একমাত্র মেয়ে, যিনি পায়ে করে তির-ধনুক ছোড়েন। এমন মেয়েকে ঘিরে ঘিরে গর্বিত হবে সারা দেশ, সন্দেহ নেই। ১৬ বছরেই সোনার মঞ্চে উঠলেন কী করে? শীতলের গল্প শুনলে আবক হয়ে যাবেন।

আগেই মিক্সড টিম ও মেয়েদের ডাবলস থেকে এসেছিল সোনা ও রুপো। এ বার কম্পাউন্ড আর্চারির নিজের ইভেন্ট থেকেও জিতলেন সোনা। ফাইনালে সিঙ্গাপুরের আলিম নূর শাহিদা কঠিন লড়াইয়ের মুখে ফেলেছিলেন। কিন্তু চাপের মুখেও মাথা ঠান্ডা রেখেছিলেন শীতল। পর পর ছ'টা ১০ পয়েন্ট মেরে সোনা জেতেন তিনি। বছর চারেক আগে কিস্তওয়ারের একরত্তি মেয়েটাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সেনাবাহিনীর লোকজন। ফোকোমেলিয়ার মতো বিরল রোগে আক্রান্ত। দুটো হাত নেই। কিন্তু আশ্চর্য প্রাণশক্তি, বেঁচে থাকার অদম্য নেশা। সেই মেয়েকে দেখে সেনাবাহিনী প্রথমে ঠিক করেছিল, কৃত্রিম হাতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। কিন্তু খেলার প্রতি নেশাই সেনা আধিকারিকদের ছুঁয়ে যায়। তাঁরাও এই মেয়েকে উৎসাহিত করেন। শীতল যে ইতিহাস তৈরি করে ফেলবেন হানঝাউ এশিয়ান গেমসে, কেউই হয়তো ভাবেননি। ২০১৯ সালেও আর্চার হয়ে ওঠা হয়নি। জম্মু-কাশ্মীরের মেয়ের আরও তিনটে বছর লেগেছিল তির-ধনুক তুলে নিতে। ২০২২ সালে কোচ কুলদীপ কুমারের জন্য আর্চারিতে হাতেখড়ি হয়েছিল শীতল দেবীর। হাতেখড়ি? নাহ, পায়েখড়ি বলা উচিত। আর্চারির দুনিয়ায় একমাত্র মেয়ে, যে পায়ে ধরে ধনুক। তির ছোড়েও পায়ে করে। প্যারা এশিয়ান গেমসে দুটো সোনা তা থেকেই অবলীলায় জিতে ফেলল ১৬ বছরের মেয়ে। যে একবছর আর্চারিতে পা রেখেই সব হিসেব ওলোট-পালট করে দিতে পারে, সে মেয়ের জন্য দেশের মাথা গর্বে উঁচু। কোচ কুলদীপ বলছেন, 'আমি শীতলকে বলেছিলাম, আমার আর্চারি অ্যাকাডেমিতে আসতে। অন্যদের শুটিং দেখতে। ও এসেই আর্চারির প্রতি আগ্রহ দেখায়। নেমেও পড়ে। সবথেকে অবাক হয়েছিলাম দ্রুত ওকে শিখতে দেখে। তখনই ঠিক করেছিলাম, জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে নিয়ে যাব শীতলকে। ওখানে গিয়েই দেখার চোখটা পাল্টে গিয়েছিল শীতলের।' ডান পায়ে ধনুক তোলেন শীতল। আর মুখ দিয়ে ছোড়েন তির। কাশ্মীরের মেয়ে এক আশ্চর্য তিরন্দাজ। বিশেষ ধনুক কুলদীপই তৈরি করে দিয়েছেন। যা নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন শীতল।

A COMPLETE CARE MULTI-SPECIALITY HOSPITAL THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

PATAKA
100th Birthday OF OUR FOUNDER

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY : GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL & DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

PATAKA TEA

No one like me
No one like my
Pataka

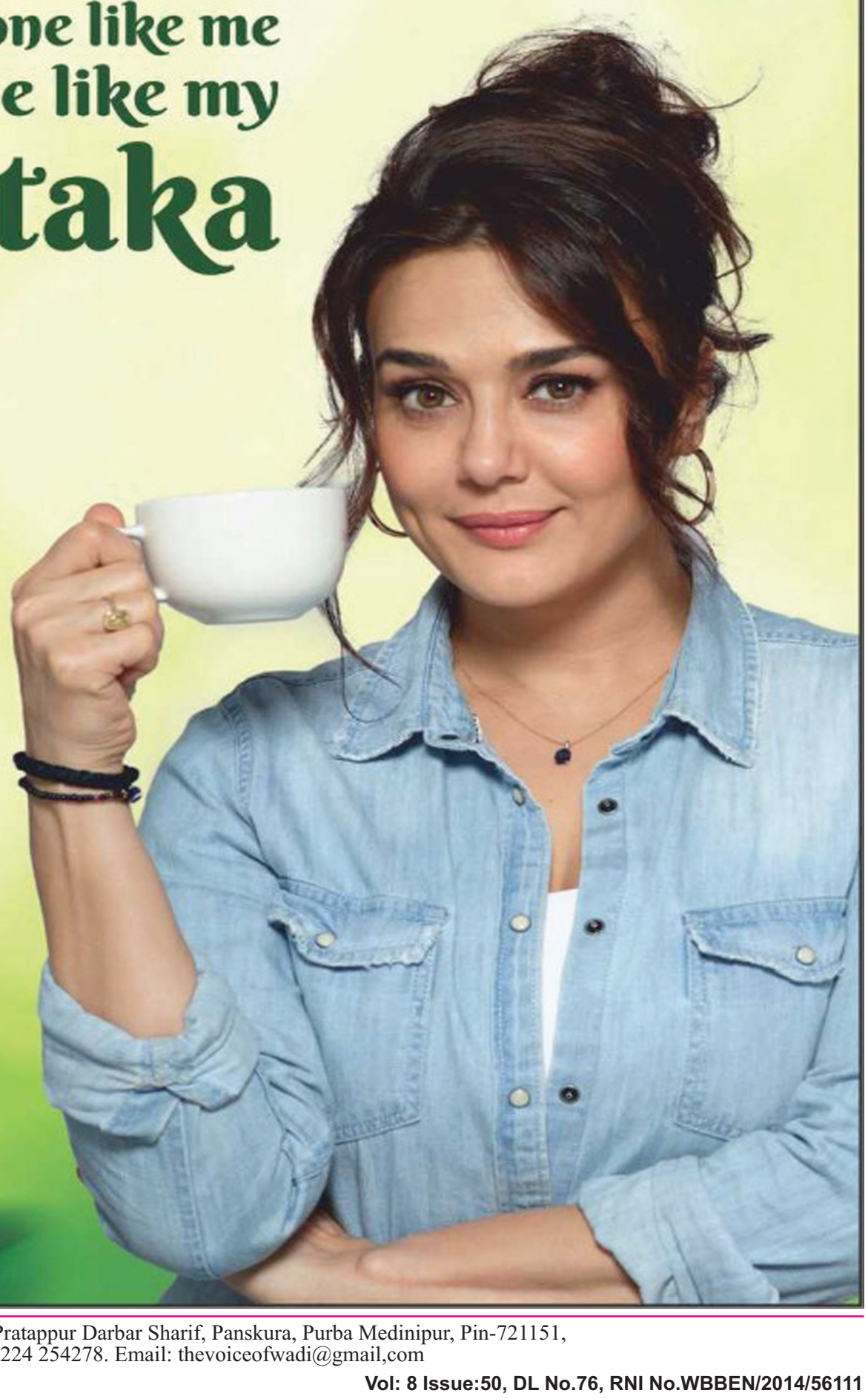

Ghazab ka swad

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 8 Issue:50, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111